



USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে



ACDI **VOCA**
Expanding Opportunities Worldwide

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেইনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য প্রণীত

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল



Muslim Aid
Serving Humanity



PCI

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০১২

প্রকাশনা ও স্বত্ত্ব

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেইনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রোজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই)
বাড়ি# ৪১১, সড়ক# ৪
সোনাডাঙ্গা হাউজিং ফেইজ# ২, খুলনা।

কারিগরি সহায়তা

নিরাপদ
১৯/১৩, বাবর রোড, ব্লক- বি,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

আর্থিক সহায়তা

ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ
মাদানি এভেনিউ, ঢাকা।

অলঙ্করণ



সূচি

শব্দ সংক্ষেপ	ii
প্রাক-কথন	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv

সেকশন ১ : কোর্স ম্যানুয়াল

কোর্সের ভূমিকা	০২
কোর্সের উদ্দেশ্য	০২
কোর্সের বিষয়বস্তু	০২
কোর্সের অংশগ্রহণকারী	০৩
অধ্যয়ন ও শিখন পদ্ধতি	০৩
কোর্সের সময়সূচী	০৫

সেকশন ২ : কোর্স মডিউল

মডিউল ১ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী	০৭
অধিবেশন ১.১ : বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০৮
অধিবেশন ১.২ : ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৩
মডিউল ২ : ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ও ঝুঁকিত্বাস পরিকল্পনা	১৭
অধিবেশন ২.১ : জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ	১৮
অধিবেশন ২.২ : জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিত্বাস পরিকল্পনা	২২
মডিউল ৩ : জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা	২৭
অধিবেশন ৩.১ : জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বস্ততকীকরণ	২৯
অধিবেশন ৩.২ : জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ	৩২
অধিবেশন ৩.৩ : ক্ষতি, বিয় ও দুর্দশা নির্ধারণ	৩৫
অধিবেশন ৩.৪ : মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা	৩৮

সেকশন ৩ : পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ইউডিএমসি'র দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪২
পরিশিষ্ট ২ : ঘূর্ণিঝড়ের উপর কেইস স্টাডি	৪৪
পরিশিষ্ট ৩ : ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি ও চাহিদার উপর কেইস স্টাডি	৪৫
পরিশিষ্ট ৪ : এস ও এস ফরম	৪৬
পরিশিষ্ট ৫ : ডি ফরম	৪৭

শব্দ সংক্ষেপ

অসএইআইডি	অস্ট্রেলিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ইউডিএমসি	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
ইউএসএআইডি	ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
এফএফড্রিওসি	ফ্লাড ফোরকস্টিং এ্যান্ড ওয়ার্নিং সেন্টার
জেএমএ	জাপান ম্যাটিওরোলজিক্যাল অথরিটি
ডিএফআইডি	ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ড্রিওফপি	ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম
প্রসার	প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেন্ডেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস
পিসিআই	প্রোজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল
বিএমডি	বাংলাদেশ ম্যাটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট
সিআরএ	সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ
পিটিড্রিওসি	প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার
সিপিপি	সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম

প্রাক-কথন

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রতি বছরই এদেশের কোন না কোন অঞ্চল কোন না কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা ও দারিদ্রের কারণে এই দুর্যোগের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তবে দুর্যোগ বুঁকিছাস বিবেচনায় থাকলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জনশিক্ষার মাধ্যমে গণসচেতনতা। প্রাসঙ্গিকভাবেই এটা উল্লেখ্য যে, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জনশিক্ষা অবশ্যই হতে হবে মূলধারার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও বাংলাদেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নতুন পুরো প্রক্রিয়াটিই নিষ্ফল কাণ্ডজে আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ‘প্রসার’ প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কিভাবে মূলধারার উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় দুর্যোগ মোকাবেলা করবে, দুর্যোগকালীন বা স্বাভাবিক সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তা এ প্রকাশনায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে নিরাপদ। আমার বিশ্বাস এ প্রকাশনায় সন্নিবেশিত বিষয়গুলো বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি প্রসার প্রকল্পের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।



আহসান জাকির
ডিরেক্টর জেনারেল
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যরো
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রোজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই) ও এর পার্টনার মুসলিম এইড এর প্রতি, এ ধরণের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিরাপদ'কে সম্পৃক্ত করার জন্য এবং মোঃ মোস্তফা কামাল ও মোঃ তৌহিদুল ইসলাম তরফদার কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ম্যানুয়ালটি প্রণয়নের সময় তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য। ম্যানুয়াল প্রণয়নে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাহিদ হোসেন এর কাছে নিরাপদ আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে, খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় ফিল্ড ভিজিট এর সকল আয়োজন বিশেষ করে, এফজিডির ব্যবস্থা করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য সুশীলন কে আন্তরিক ধন্যবাদ ডাপন করছি এবং নড়াইল এর লোহাগড়া উপজেলায় ফিল্ড ওয়ার্ক এ সহায়তার জন্য মুসলিম এইড কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে ম্যানুয়ালটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য ফিল্ড টেস্টিং ওয়ার্কশপ এ অংশ-গ্রহণকারী কোডেক, সুশীলন ও মুসলিম এইড এর প্রশিক্ষকদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ম্যানুয়ালটি প্রণয়নের সময় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষ করে, কেয়ার বাংলাদেশ, অক্সফাম-জিবি, কনসার্ন ইউনিভার্সাল, দুর্ঘোগ ব্যবস্থাপনা বুরো এর মডিউল এবং প্রকাশনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, এই সংস্থাগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি আমরা কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি যারা ম্যানুয়ালটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করবেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ম্যানুয়ালটির বিষয়বস্তু উন্নতোভাবে সকলের মাঝে সম্প্রসারিত হবে এই কামনা করছি।

৫.

কাজী সাহিদুর রহমান
সিইও, নিরাপদ।

সেকশন ১: কোর্স ম্যানুয়াল

কোর্সের ভূমিকা

“দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল” শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের আপদ ও দুর্যোগ, ঝুঁকি পরিবেশ দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী, ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা উঠে এসেছে। এতে মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্যোগকালীন বা স্বাভাবিক সময়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ কমিটি কখন কী কাজ করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তার ভূমিকা কী সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। মূলত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত “দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী” এর আলোকে ম্যানুয়ালটি তৈরী করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এর আলোচ্য বিষয় ও প্রদত্ত ধারণা মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু ধারণা যেমন, মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান, মানবিক সহায়তা কর্মীর আচরণবিধি, জবাবদিহিতা, মূলধারায় দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদি এ ম্যানুয়ালে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

ম্যানুয়ালটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কথা মাথায় রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে বলে কেবল দক্ষিণাঞ্চল তথা খুলনা বিভাগের দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্যই এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা এ মডিউলের একটি বড় সীমাবদ্ধতা। এর বিষয়বস্তু জনগোষ্ঠীর জীবিকা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ বিপদাপন্নতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তাছাড়াও দুই দিনের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাসে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোর্সের উদ্দেশ্য

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় (ঝুঁকিত্বাস ও জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদান) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সার্বিক সক্ষমতা বাড়ানো এই ম্যানুয়ালের মূল উদ্দেশ্য। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো-

- জলবায় পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাসে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞান ও ঝুঁকিত্বাসমূলক কাজ নির্ধারণ করার দক্ষতা বৃদ্ধি।
- পূর্বসতর্কীকরণ, ক্ষতি-চাহিদা নিরূপণ ও মানবিক সহায়তা প্রদানসহ জরুরি সাড়া প্রদানের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো।

কোর্সের বিষয়বস্তু

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি তিনটি মডিউলে বিভক্ত এবং এর আলোচ্য বিষয়গুলো মোট ৮টি অধিবেশনে বিন্যস্ত।

মডিউল ১ - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী

এই মডিউলে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে দুইটি অধিবেশন রয়েছে-

অধিবেশন ১.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ, যেমন- দুর্যোগের ধারণা, জলবায় পরিবর্তনের ধারণা, বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয় ইত্যাদি বিষয় এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।

অধিবেশন ১.২. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য: এ অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা (জাতীয় নীতি ও সমন্বয়, স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়) ও দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়।

মডিউল ২ - ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

এই মডিউলটিতে ঝুঁকি পরিবেশ ও স্থানীয় ঝুঁকি নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে তিনটি অধিবেশন রয়েছে -

অধিবেশন ২.১. জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ : অধিবেশনটিতে অংশগ্রহণকারীদের ঝুঁকি পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে, পাশাপাশি ঝুঁকি পরিবেশের নিয়ামকসমূহ, যেমন-অপাবরণ (এক্সপোজার), ভঙ্গুরতা (ফ্রাজাইলিটি) ও প্রত্যাগতি (রেজিলিয়েন্স) এবং ঝুঁকি পরিবেশ বুবতে ইউডিএমসি'র করণীয় কী তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন ২.২. জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ত্রাস পরিকল্পনা : ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি নিরূপণে বিবেচ্য বিষয়, যেমন- বৈচিত্র্য বিবেচনা, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি নিরূপণে ইউডিএমসি'র ভূমিকা এই অধিবেশনের মূল আলোচনা বিষয়।

মডিউল ৩ - জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ত্রাস পরিকল্পনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ত্রাসে স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ মডিউলের চারটি পৃথক অধিবেশনে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন ৩.১. জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বস্তকীকরণ : দুর্যোগ ঝুঁকি ত্রাস, ঝুঁকি ত্রাস কৌশল ও ঝুঁকিত্রাসে ইউডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পর্কে এ অধিবেশনে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন ৩.২. জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ : সক্ষমতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির বিবেচ্য বিষয় এবং ঝুঁকিত্রাস সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইউডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পর্কে এ অধিবেশনে ধারণা দেয়া হয়েছে।

অধিবেশন ৩.৩. ক্ষতি, বিন্দু ও দুর্দশা নির্ধারণ : ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ, ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন সময়ানুবর্তিতা, প্রাসঙ্গিকতা, স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় কী তা এই অধিবেশনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অধিবেশন ৩.৪. মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা : এ অধিবেশনের প্রধান আলোচনা বিষয় হলো মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার, মানবিক চাহিদা পূরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ যেমন - লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য, দুর্যোগ পীড়িত মানুষের অধিকার ও মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান, সহায়তা কর্মীর আচরণ বিধি এবং মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধারে ইউডিএমসি'র করণীয়।

কোর্সের অংশগ্রহণকারী

মডিউলটির উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ইউনিয়ন দুর্যোগ কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি

কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সামগ্রী, আলোচ্য বিষয়বস্তুর ওপর স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার মূল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি রচিত এবং এর প্রতিটি মডিউল ও অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীল চিন্তা করা, দলবদ্ধ আলোচনা, মতামত বিনিময় এবং একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। নিম্নে প্রতিটি অধিবেশনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো -

অধিবেশন ১.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে বাংলাদেশের দুর্যোগ ও জলবায় পরিবর্তন বিষয়ক একটি ভিডিও (climate change effect of Bangladesh, a documentary about cyclone, salinity, climate refugee, লিঙ্ক: http://www.youtube.com/watch?v=XPmHLnOOI8&feature=youtube_gdata) প্রদর্শন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ১.২. ইউনিয়ন দুর্ঘোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্ঘোগ ব্যবস্থাপনার সিস্টেম আলোচনা, দুর্ঘোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (পরিশিষ্ট - ১) দলীয় আলোচনা ও ইউডিএমসি'র কাজ সম্পর্কে উপস্থাপনা এবং এরপরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দুর্ঘোগ ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ২.১. জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে খুলনা বিভাগে ঘূর্ণিবাড়ের একটি কেইস স্টাডি (পরিশিষ্ট - ২) বর্ণনা ও ঝুঁকি পরিবেশের নিয়মক (২.১.২.১) অনুযায়ী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিবেশ আলোচনা এবং এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিবেশের ধারণা ও নিয়মক আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ২.২. জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ট্রাস পরিকল্পনা

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে আলোচনার মাধ্যমে ঝুঁকি নিরূপণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান; দুর্ঘোগ বিপদাপ্লনা বিষয়ক একটি ভিডিও ([water water](http://www.youtube.com/watch?v=QQGkELXp6Nw&hd=1), লিঙ্ক: <http://www.youtube.com/watch?v=QQGkELXp6Nw&hd=1>) প্রদর্শন ও এর বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের বিপদাপ্লনাতার ধরণ আলোচনা; এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরূপণে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৩.১. জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বস্তর্কীকরণ

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে দুর্ঘোগ সতর্কীকরণ বিষয়ক একটি ভিডিও (Early Warning, নিরাপদ প্রণীত) প্রদর্শন ও এর বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা আলোচনা, এরপরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৩.২. জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্বার ও অপসারণ

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে প্রশ্নোত্তর ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অপসারণ ও উদ্বার এবং এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনার করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৩.৩. ক্ষতি, বিষ্ণু ও দুর্দশা নির্ধারণ

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে খুলনা বিভাগে ঘূর্ণিবাড়ে ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদার উপর একটি কেইস স্টাডি (পরিশিষ্ট - ৩) বর্ণনা, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের ধারণা স্পষ্ট করা এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা; এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কার্যকর ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ, তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি, ক্ষতি চাহিদার প্রতিবেদন আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতিবেদন আলোচনার ক্ষেত্রে এসওএস ফরম (পরিশিষ্ট - ৪) ও ডি ফরম (পরিশিষ্ট - ৫) প্রদর্শন করা যেতে পারে।

অধিবেশন ৩.৪. মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা

এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে মানবিক সহায়তা প্রদান বিষয়ক একটি ভিডিও ([Natural disaster... flood affected people in Bangladesh](http://www.youtube.com/watch?v=IvCh7c-CETU&hd=1), লিঙ্ক: <http://www.youtube.com/watch?v=IvCh7c-CETU&hd=1>) প্রদর্শন ও এর বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধারের ধারণা স্পষ্ট করা এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা; এরপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্তির ধারণা স্পষ্ট করা এবং বৈচিত্র্য, দুর্ঘোগ পীড়িত মানুষের অধিকার ও মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান, মানবিক সহায়তা কর্মীর আচরণ বিধি আলোচনা করা যেতে পারে।

কোর্সের সময়সূচি

দিন	অধিবেশন	বিষয়	সময়
প্রথম দিন	উদ্বোধন ও পরিচিতি		০.৫ ঘন্টা
	মডিউল ১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী		
	অধিবেশন ১.১	বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১.২৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ১.২	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য	১.২৫ ঘন্টা
	মডিউল ২: ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ও ঝুঁক্তিহাস পরিকল্পনা		
	অধিবেশন ২.১	জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ	১.৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ২.২	জনগোষ্ঠীর ঝুঁক্তিহাস পরিকল্পনা	১.৫ ঘন্টা
দ্বিতীয় দিন	প্রথম দিনের অধিবেশনের পুনরালোচনা		০.৫ ঘন্টা
	মডিউল ৩: জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা		
	অধিবেশন ৩.১	জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বস্তকীকরণ	১.৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ৩.২	জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং সম্পদ রক্ষায় উদ্বার ও অপসারণ	১.০ ঘন্টা
	অধিবেশন ৩.৩	ক্ষতি, বিষ্ণু ও দুর্দশা নির্ধারণ	১.২৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ৩.৪	মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা	১.২৫ ঘন্টা
	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপ্তি		০.৫ ঘন্টা

ম্যানুয়ালটির ব্যবহার পদ্ধতি

এই ম্যানুয়ালটি মূলত প্রশিক্ষকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও দর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরাও যাতে এটি সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন সেইজন্য এতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত নির্দেশনা এবং বিষয়বস্তুগত ব্যাখ্যা ও তথ্যাবলী আলাদাভাবে বিন্যস করা হয়েছে। যারা সরাসরি ম্যানুয়ালটির মাধ্যমে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে চান তারা প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট বিষয়টি পড়তে পারেন। কোন বিষয়টি ম্যানুয়ালের কোন অংশে রয়েছে তা সূচী থেকে জানা যাবে। প্রতিটি বিষয় তিন ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে মূল বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা; দ্বিতীয় ভাগে, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তুর জরুরি অংশগুলোর ব্যাখ্যা বা বিবরণ; এবং তৃতীয় ভাগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিষয় সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী নির্দেশিত কাজগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষকগণ প্রথমেই কোর্সের উদ্দেশ্য ও কোর্সের বিষয়বস্তু শীর্ষক অংশ দুইটি পড়ে নেবেন। এ থেকে বিষয়গুলোর ব্যাপ্তি ও পরম্পরা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এর উপর ভিত্তি করে, প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষণের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন। বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঠিক করার জন্য প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি শীর্ষক অংশ পড়ে নিতে হবে। তবে, প্রশিক্ষক নিজের মতো করে অধিবেশন পরিকল্পনা করতে পারেন বা সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন। প্রশিক্ষণের সময়সূচী নির্ধারণ ও প্রতিটি অধিবেশনের সময় বেঞ্চ করার জন্য কোর্সের সময়সূচী শীর্ষক সারণির সহায়তা নিয়ে প্রশিক্ষক নিজের মতো করে সময়সূচী তৈরী করবেন। অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার জন্য প্রশিক্ষক প্রতি মডিউলের শুরুতে উল্লেখিত শিখন উদ্দেশ্য অংশ পাঠ করবেন ও এর উপর ভিত্তি করে অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন। অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষক প্রথমে অধিবেশনের মূলবৰ্তা পড়ে নেবেন এবং এরপরে বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা ও তথ্যাবলী পড়বেন।

সেকশন ২: কোর্স মডিউল

মডিউল ১ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ইউডিএমসির কার্যাবলী

মডিউল ২ : ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ও ঝুঁকিত্বাস পরিকল্পনা

মডিউল ৩ : জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা

মডিউল ১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাসে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রথম অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা ও এর কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- দুর্যোগের ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল সম্পর্কিত বিবেচ্য বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন;
- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয় কী তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নীতি ও সমন্বয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় বিষয়ে নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ১ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

- অধিবেশন ১.১ : বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
 - ১.১.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা
 - ১.১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয়
 - ১.১.২.১. দুর্যোগের ধারণা
 - ১.১.২.২. জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা
 - ১.১.২.৩. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল
 - ১.১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয়
- অধিবেশন ১.২ : ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য
 - ১.২.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
 - ১.২.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা
 - ১.২.২.১. জাতীয় নীতি ও সমন্বয়
 - ১.২.২.২. স্থানীয় পর্যায়ের সমন্বয়
 - ১.২.২.৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য
 - ১.২.৩. দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন ১.১

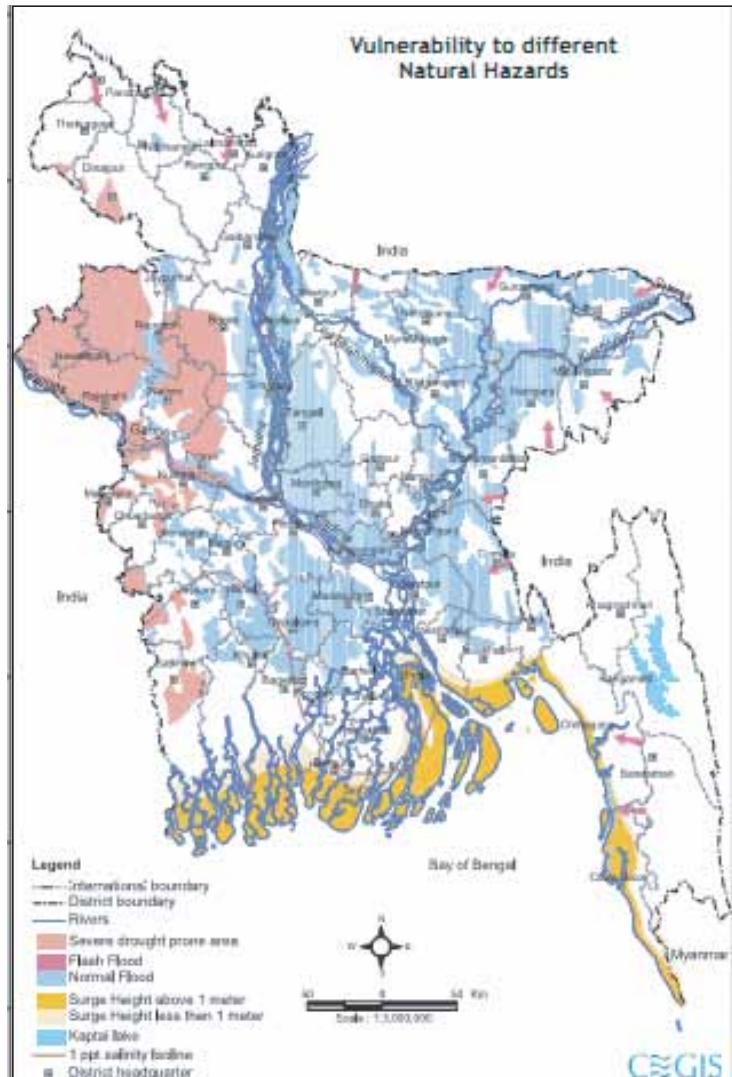
বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

মূল বার্তা

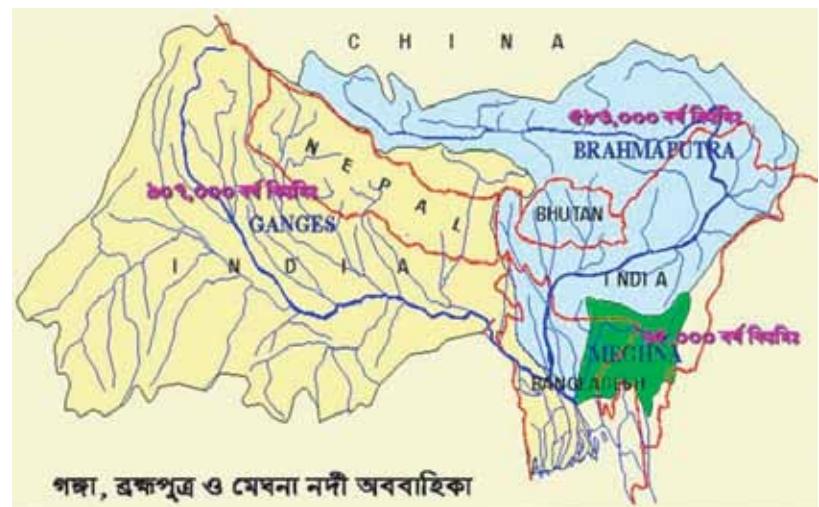
- ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ অতিমাত্রায় দুর্যোগ প্রবণ। জনসংখ্যার বিরাট অংশ দরিদ্র যারা প্রাক্তিক বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করে। দরিদ্র লোকজন সম্পদ ও সামর্থ্যের অভাবে আপদ সহিষ্ণু ঘরবাড়ি বানাতে পারেনা যার কারণে তাদের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা অনেক বেশি।
- দুর্যোগের আঘাতে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়; সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে গুরুতর বিষয় ঘটে এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়।
- জলবায়ু পরিবর্তন জীবন ও জীবিকায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে; এর প্রভাবে একদিকে, আপদের মাত্রা বাড়তে পারে; অন্যদিকে, এটি সরাসরি জনগোষ্ঠীর জীবিকা বিপর্যস্ত করতে পারে।
- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের ধাপগুলো হলো প্রতিবেশ বিবেচনা, বিপদ নির্ণয়, ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি প্রশমন কৌশল।
- ইউনিয়নের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য এবং জন ঘনত্ব ও সামাজিক অবস্থা জানা এবং এর আলোকে ঝুঁকিত্বাসের কৌশল ও এর উপাদানগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে ইউডিএমসি ঝুঁকিত্বাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১.১.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা

ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ অতিমাত্রায় দুর্যোগ প্রবণ। বাংলাদেশ মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এলাকায় অবস্থিত। এর উত্তরে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা আর উত্তর-পূর্বে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত এলাকা আসাম-মিজোরাম। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; এর সাতশ কিলোমিটার দীর্ঘ তটরেখা চোঙের মতো। দেশের উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব কোণায় সামান্য পরিমাণ পাহাড়ী এলাকা বাদে পুরো দেশটাই নিচু সমতুল্য। তিনটি বড় নদী- পদ্মা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও মেঘনা, দেশের মাঝে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পদ্মার উৎস হিমালয়ে; পর্বতমালার দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰের উৎপত্তিও হিমালয়ে- উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্বদিক ঘুরে বাংলাদেশে এসেছে। মেঘনা শুরু হয়েছে আসাম-মিজোরামে। গ্ৰীষ্মকালে হিমালয় ও আসাম-মিজোরাম থেকে বয়ে আসা হিমালয়ের বরফ গলা পানি ও বৰ্ষা মৌসুমে বিস্তীর্ণ এলাকার বৃষ্টিপাতের পানি এই তিনটি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। তখন নদীর পানি পাড় উপচিয়ে দেশের শতকরা বিশ থেকে আটোষ্টি ভাগ এলাকায় বন্যা সৃষ্টি করে। বৰ্ষা মৌসুম শেষ হলে নদীগুলো আবার শুকিয়ে যায়। তখন সারা দেশে পানির অভাব দেখা দেয়। এদিকে, এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে প্রতিনিয়ত নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। এর অনেকগুলোই ঘূর্ণিঘাড়ে রূপ নেয়। অনেক সময় প্রবল ঘূর্ণিঘাড় ও ঘূর্ণিঘাড়ের সাথে মারাত্মক জলোচ্ছাস উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানে। এসব কারণে, প্রতি বছরই বড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন ও খরায় দেশের কোন না কোন অঞ্চল আক্রান্ত হয়। উপরন্তু, বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ক্রমেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। খাতুচক্র ও আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক হেরফের দেখা দিচ্ছে। এরফলে, ঝাড়াঝঁঁা, বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও খরার মতো আপদ পৌনঃগুনিক ও তীব্র হয়ে উঠেছে।



বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। মাত্র ১৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় ১৫ কোটি লোক বাস করে। এর চারভাগের প্রায় তিনভাগ লোক বাস করে গ্রাম এলাকায়। জীবিকার জন্য এরা প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। ঝড়বাঞ্ছা, বন্যা, নদী ভঙ্গন ও খরায় কৃষিভিত্তিক জীবিকা অনিষ্টিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, জনসংখ্যার বিরাট অংশ দরিদ্র। সাধারণত এরা প্রাণিক বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করে। অনেকেই দারিদ্রের কারণে ও জীবিকার খোঁজে নিচু প্লাবন এলাকা, চরাঘাল বা ঘূর্ণিবাড়ি প্রবণ উপকূল এলাকায় থাকতে বাধ্য হয়। সম্পদ ও সামর্থ্যের অভাবে এরা শক্ত ভৌতকাঠামো তৈরী করতে পারেনা বা আপদ সহিষ্ণু ঘরবাড়ি বানাতে পারেনা। ফলে, জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ বিপদাপন্নতা অনেক বেশি। সাধারণ মাত্রার আপদেও অনেক লোকের ক্ষতি হয় ও জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ মারাত্মক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়।



১.১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়

১.১.২.১. দুর্যোগের ধারণা

দুর্যোগ একটা পরিস্থিতি যা মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক আপদের কারণে ঘটে ও জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা এমন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে যে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বাইরের সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনা। সাম্প্রতিককালে সিদ্র ও আইলা এমন ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলো। আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর এমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো যে এসব ক্ষতি পুরিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য প্রচুর মানবিক সাহায্য ও পুনর্বাসন সহায়তা দরকার হয়েছে।

দুর্যোগের আঘাতে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়, সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে দুর্দশাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে।



জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি

- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অনেকেই মারা যেতে পারে বা আহত হতে পারে।
- সম্পদ, যেমন- অর্থনৈতিক সম্পদ, উৎপাদনের উপকরণ, ফসল, প্রাণিসম্পদ; ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, পানি সরবরাহ ও পয়েঃনিষ্কাশন কাঠামো ও অন্যান্য ভৌতকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- পরিবেশ বিপর্যস্ত হতে পারে, যেমন- বনভূমির গাছপালা উপড়ে পড়ে, জলাভূমি আবর্জনায় ভরে যায়, ফসলি জমি বালি চাপা পড়ে ও পানির প্রাকৃতিক উৎস লুণাত্ত ও দূষিত হয়ে যায়।
- এই ক্ষয়ক্ষতি সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্ম অচল করে দিতে পারে। আর এর প্রভাবও হয় সুদূর প্রসারী। পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ক্ষতিগুলো পূরণ করা হয়। এর জন্য ক্ষতি নিরূপণ করতে হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ সমাবেশ দরকার হয়। পুনর্বাসন কাজের উল্লেখযোগ্য অংশ থাকে ভৌতকাঠামো নির্মাণ, যেমন- রাস্তাঘাট মেরামত বা তৈরী। পুনর্নির্মাণের কাজগুলো সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে বিষয়

- পানি সরবরাহ, পয়োঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ বিতরণ, যোগাযোগ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্কুলকলেজ অচল হয়ে পড়ে।
- চাষাবাদ, কলকারখানা, হাটবাজার ও কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যায়।
- সামাজিক কাজকর্ম, যেমন- বিনোদন, খেলাধূলা, উৎসব, পালাপার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

সেবা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্ম ব্যাহত হলে খাবার, পানি, স্যানিটেশন, আশ্রয়, চিকিৎসা ও শিক্ষার প্রাপ্ত্যা কমে যায়। এর ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বৰ্ধনার শিকার হয় ও দুর্দশায় ভোগে। পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে এই সেবা ও সুযোগগুলো আবার সচল করা হয়। এতে ভৌতিকাঠামো নির্মাণ (যেমন- স্কুলঘর তৈরী বা মেরামত), আসবাব ও উপকরণ সরবরাহ (যেমন- চেয়ার, টেবিল বা চকবোর্ড) ও ব্যবস্থাপনা পুনঃস্থাপন (যেমন- পাঠদান পরিকল্পনা) দরকার হতে পারে। এই পুনর্বাসন কার্যক্রম সাধারণত মধ্যমেয়াদী হয়ে থাকে।

জনগোষ্ঠীর দুর্দশা

- **শারীরিক দুর্দশা-** সম্পদ, উপর্জন ও সেবাসমূহ না থাকার কারণে মৌলিক ও জরুরি চাহিদাগুলো মেটাতে পারেনা ফলে ক্ষুধা, পিপাসা, অশুচিতা, অসুস্থিতা ও অপুষ্টিতে কষ্ট পায়।
- **মানসিক দুর্দশা-** সংকট ও জীবনযাত্রায় আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে মানসিকভাবে বিপ্যস্ত হয়ে পড়ে; ফলে শোক, সংশয়, উদ্বেগ, ভীতি, হতাশা, বিষণ্নতায় ভোগে।
- **সামাজিক দুর্দশা-** সম্পদ, জীবিকা ও আশ্রয়হীনতার ফলে দৈন্যদশা, দেনাদায়, আণ নির্ভরতা, অপরের আশ্রয়ে বসবাস, নিরাপত্তাহীনতা ও মর্যাদাহীন কাজে অংশগ্রহণ স্বীকার করে নিতে হয়।

জনগোষ্ঠীর দুর্দশা নিরসনের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা দরকার হয়। এর মাধ্যমে মৌলিক জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ভুক্তভোগী ব্যক্তি বা পরিবারের মাঝে সরাসরি সেবা ও সামগ্রী (যেমন-খাবার, পানি ও স্যানিটেশন, চিকিৎসা, শিক্ষা উপকরণ, পোশাক, অস্থায়ী আশ্রয় বা নগদ অর্থ) সরবরাহ করা হয়। চাহিদা নিরপেক্ষের উপর ভিত্তি করে জরুরি মানবিক সহায়তা দানে পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে এবং আপন ঘটার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেবা ও সামগ্রী সরবরাহের চেষ্টা করা হয়।

১.১.২.২. জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা

জলবায়ু হলো কোন এলাকা বা অঞ্চলের ২৫-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের স্বল্প কয়েকদিনের গড় বা ১ থেকে ৭ দিনের গড় ফলকে আবহাওয়া বলা হয়। বায়ুমণ্ডলের উপাদান বলতে বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহের দিক ও গতিবেগ, বায়ুর অদ্রতা, মেঘের পরিমাণ, মেঘের প্রকারভেদ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে বোঝায়। আর কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায়, তাকে ওই স্থানের জলবায়ু বলে। জলবায়ু পরিবর্তন একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এটা চলমান প্রক্রিয়া- প্রতিনিয়তই ঘটছে। তবে মানুষের কর্মকাণ্ডের দ্বারা এটা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত।





জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির মূলে রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এর কারণে বায়ু প্রবাহে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে; হিমবাহের বরফ গলতে পারে ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে। পৃথিবীর সব জায়গায় ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উপর এর প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে ক্লাইমেট চেঙ্গ স্ট্যাটেজি এ্যান্ড এ্যাকশন প্ল্যান ২০০৯-এ আশঙ্কা করা হয়েছে যে,

- ক্রমবর্ধমান সংখ্যার ঘূর্ণিঝড়, সাথে অধিক গতিবেগের বাড়ো হাওয়া ও জলোচ্ছাস উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে পূর্বের থেকে অধিক ক্ষতি সাধন করবে।
- বর্ষাকালে বাংলাদেশ সহ গঙ্গা-ব্ৰহ্মপুত্ৰ-মেঘনা অববাহিকা অঞ্চলে আগের থেকে বেশি ভারি ও অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ঘটবে, যার ফলে-
 - নদীগুলোতে অনেক বেশি পরিমাণে পানি প্রবাহিত হবে, ফলে নগর ও গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বন্যা হবে পাশাপাশি বাঁধগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
 - নদী ভাঙ্গন ঘটবে যার ফলে বসত বাড়ি ও চাষের জমি নদীগর্ভে চলে যাবে।
 - নদী ও অববাহিকা অঞ্চলে বেশি মাত্রায় পলি জমবে এবং নদীর নাব্যতা কমে যাবে; ফলে প্রাকৃতিক জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হবে ও জলাবদ্ধতা দেখা দিবে।
- হিমালয়ের বরফ গলনের ফলে বছরে উষ্ণতর মাসগুলোতে নদীতে জলপ্রবাহ বেড়ে যাবে ও বরফ গলন শেষ হলে প্রবাহ কমে যাবে এবং লবণাক্ততা বেড়ে যাবে।
- বিশেষ করে দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে অস্বাভাবিক ও কম বৃষ্টিপাতের কারণে খরা দেখা দিবে।
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চল ডুবে যাবে, উপকূল অঞ্চলের নদী ও মাটিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটবে ও জলাধারগুলো লবণাক্ত হয়ে পড়বে, ফলে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিবে; পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে; পাশাপাশি রক্ষাবাঁধের ভেতরে জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হবে; ফলে কৃষির উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।
- উষ্ণতর এবং অধিক আর্দ্রতার কারণে রোগব্যাধির প্রকার ও সংক্রমণ বেড়ে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন দুইভাবে জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে ও অনিচ্ছিত সৃষ্টি করে। জলবায়ু পরিবর্তন, একদিকে, আপদের মাত্রা বাড়ায়; যেমন, ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদী ভাঙন ও খরা আরও তীব্র, ব্যাপক ও পৌনঃপুনিকভাবে দেখা দেয়। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন সরাসরি জনগোষ্ঠীর জীবিকা বিপর্যস্ত করতে পারে; যেমন, লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে উপকূল অঞ্চলে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রধান বিষয় হলো এই অনিচ্ছিত পরিবেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও টেকসই জীবিকার কৌশল খুঁজে বের করা।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি

হিমবাহের বরফ গলন সমুদ্পঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	বায়ু চাপ ও প্রবাহে অস্থাভাবিকতা বাষ্পীভবন বৃদ্ধি
নিম্নাঞ্চলে জলমগ্নতা ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ	পৌনঃপুনিক ও তীব্র বাড়বাঞ্চা প্রবল বর্ষণ, বন্যা, নদী ভাঙন
জনগোষ্ঠীর বিপদাপ্লতা বৃদ্ধি	দুর্যোগের ভয়াবহতা বৃদ্ধি

আবহাওয়া জনিত দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি

১.১.২.৩. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ একটা সহজ অথচ কার্যকর মডেল তৈরী করেছে। এটা পূর্ব প্রচলিত ভাগ কেন্দ্রিক সাড়া দান মডেলের থেকে ভিন্ন। এতে দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে-

- ১) ঝুঁকিহ্রাস, এর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ
ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং
- ২) জরুরি অবস্থায় সাড়া দেওয়া।

ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক ও প্রথাগত, উভয় প্রকার, বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয় এবং এতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়সহ সম্ভাব্য সব ধরণের আপদ বিবেচনায় আনা হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নির্ধারণের ধাপগুলো হলো-

- প্রতিবেশ বিবেচনা- আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও জনগোষ্ঠীর অবস্থা জানা।
 - বিপদ নির্ণয়- আপদগুলোর ধরণ ও প্রভাব এবং এর কারণে সৃষ্টি সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো জানা।
 - ঝুঁকি বিশ্লেষণ- সম্ভাব্য আপদগুলোর ফলাফল কী হতে পারে তা জানা।
 - ঝুঁকি মূল্যায়ন- গুরুত্ব অনুসারে ঝুঁকিগুলোর ক্রম নির্ধারণ ও এর অগ্রাধিকার নির্ণয় করা।
 - ঝুঁকি প্রশমন কৌশল- ঝুঁকি দূর বা হ্রাস করার জন্য সম্ভাব্য কাজগুলো খুঁজে বের করা। ঝুঁকি প্রশমন কৌশলের প্রয়োগ সন্ত্রে বাস্তব ক্ষেত্রে আপদের আগাতে সংকট অবস্থা দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় জরুরি সাড়া প্রদান প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
- জরুরি সাড়া প্রদানের মধ্যে রয়েছে-
- পূর্বসতর্কতা- সতর্কবার্তা প্রচার; বিপদের মাত্রা ও নিরাপত্তার জন্য করণীয় সম্পর্কে লোকজনকে জানানো।
 - অপসারণ- ঝুঁকিহ্রাস লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া ও আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করা।
 - মানবিক সহায়তা- দুর্যোগ আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে ভাগ সহায়তা প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

১.১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল অনুসারে দায়িত্বগুলো সময়মতো ও কার্যকরভাবে পালন করতে হলে যা জরুরি তা হলো-

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল বিশ্লেষণ করা এবং ঝুঁকিহ্রাসের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা।
- ইউনিয়নের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য এবং জনঘনত্ব ও সামাজিক অবস্থা জানা এবং এর আলোকে ঝুঁকিহ্রাসের কৌশল ও এর উপাদানগুলো চিহ্নিত করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল অনুসারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের প্রত্যেকের, স্বাভাবিক সময়ে ও দুর্যোগকালে কী দায়িত্ব পালন করতে হবে তা নির্ধারণ করা।
- ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদানে প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল

ঝুঁকির পরিবেশ নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ করা বা জানা

- কারিগরি ও প্রথাগত বিশ্লেষণ করা
- জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ুর বৈচিত্র্যের প্রভাবসমূহ জানা
- জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরপেক্ষ মডেলের উপর ভিত্তি করে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি মূল্যায়ন করা
- বিপদাপ্লতা ও ঝুঁকির উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করা

ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

- ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করা
- ঝুঁকিহ্রাস উপায়গুলোর মধ্যে ভারসাম্যতা অর্জন করা
- সাধারণ আপদ হতে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিভিত্তিক কর্মসূচীর দিকে অগ্রসর হওয়া
- অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সেবা প্রদান টেকসই করা
- পূর্ব সতর্কতা সহ জরুরি ভিত্তিতে সাড়া দেয়ার প্রক্রিয়া এবং প্রস্তুতি জোরালো করতে কারিগরি ও প্রথাগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করা

জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদান

- আসন্ন বিপদ পরিবেশ মোকাবেলা/ আসন্ন বিপদে সাড়া প্রদান
- ব্যবস্থাপনা সক্রিয়করণ ও সম্পদ সমাবেশ
- সম্ভাব্য প্রভাব বোঝার জন্য বিপদাপ্লতা ও ঝুঁকির তথ্য ব্যবহার করা
- কার্যকর যোগাযোগ ও প্রতিবেদন চলমান রাখা
- শিখন নথিবদ্ধকরণ

অধিবেশন ১.২

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

মূল বার্তা

- দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস ও আসন্ন বিপদ মোকাবেলার কর্মপরিকল্পনা তৈরী এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত কাজগুলো কার্যকর ও সময়মতো করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে; এর মধ্যে ইউনিয়ন অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।
- বাংলাদেশে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস ও জারুরি সাড়া প্রদানে জড়িত কমিটি, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন অন্যতম দায়িত্ব হলো ইউনিয়ন পর্যায়ে ঝুঁকি নির্ধারণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করা।
- ইউনিয়নে সতর্কবার্তা প্রদান, ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকাঠামো তৈরী করা; পাশাপাশি ঝুঁকিত্বাস ও জরুরি সাড়া দানের জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মানবিক সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

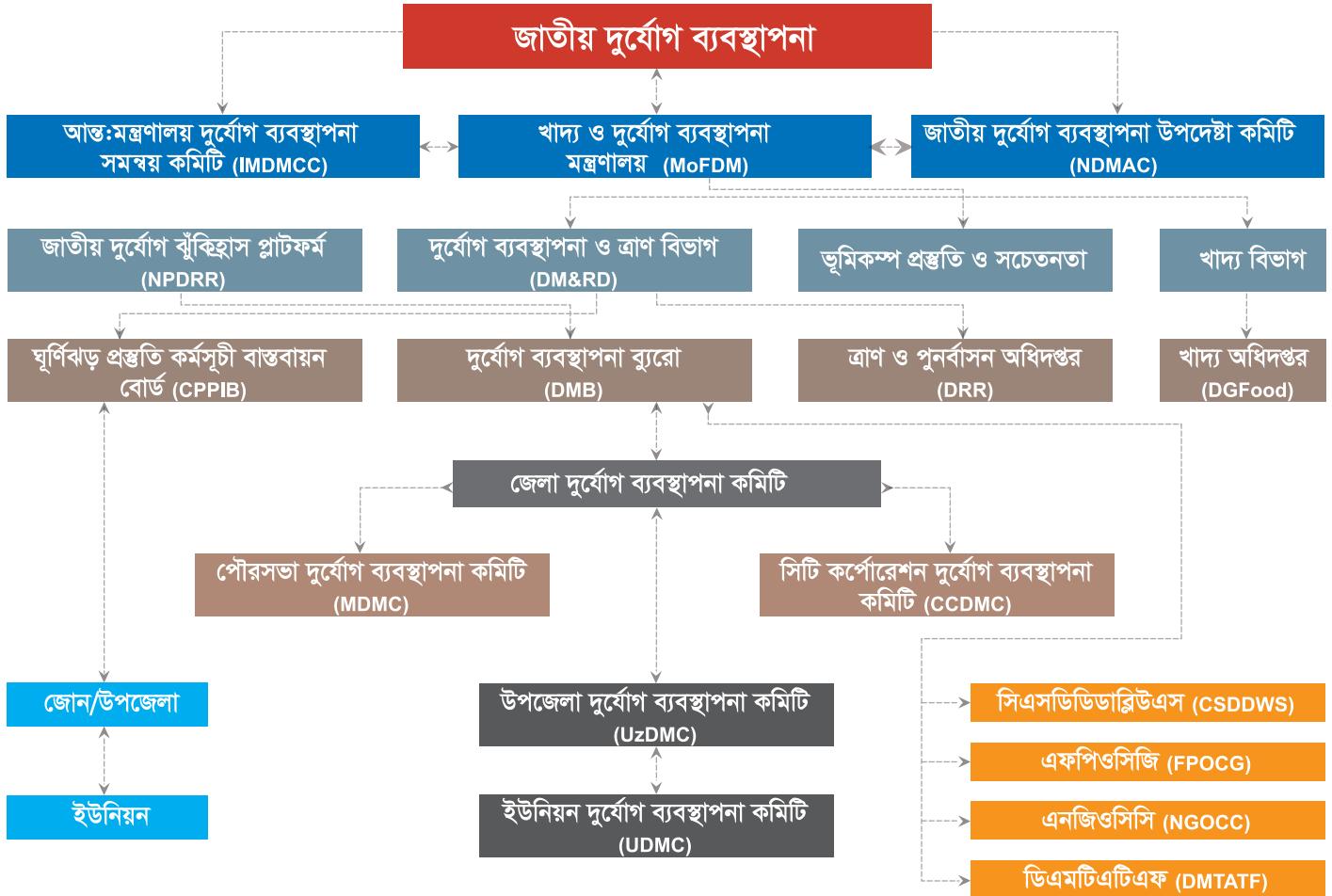
১.২.১. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদে জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে, দরিদ্র ও সুবিধা বাসিতে শ্রেণীর ঝুঁকিগুলো কমিয়ে সহনীয় মানবিক পর্যায়ে আনা এবং বড় আকারের দুর্যোগ মোকাবেলা করার সামর্থ্য অর্জন করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের উপর ন্যস্ত। সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থা দুর্যোগ বিষয়ক দায়িত্ব পালনের জন্য নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরী করবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তর্গত মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিত করবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এই সমন্বয়ের কাজ হবে যথাক্রমে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে।

দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস ও আসন্ন বিপদ মোকাবেলার কর্মপরিকল্পনা তৈরীতে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটি নির্দেশনা কাঠামো রয়েছে। এতে প্রক্রিয়াধীন খসড়া আইন, কর্মকৌশল ও একগুচ্ছ নীতিমালা রয়েছে। আর দুর্যোগ সংক্রান্ত কাজগুলো কার্যকর ও সময়মত করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করা হয়েছে। এই কাঠামোতে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে দশটি প্রতিষ্ঠান এবং নিম্ন পর্যায়ে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান।



বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানসমূহ



১.২.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা

১.২.২.১. জাতীয় নীতি ও সমন্বয়

নির্দেশনা কাঠামো

মূলত ত্রাণ কেন্দ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বদলে ঝুঁকিহাসমূলক ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার জন্য এই নির্দেশনা কাঠামো তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (প্রক্রিয়াধীন)-** বাংলাদেশ দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজের আইনগত ভিত্তি প্রদান করে এবং সকল মন্ত্রণালয়, কমিটি ও পদের বাধ্যবাধকতা নির্দেশ করে।
- **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি (খসড়া)-** দুর্যোগ ঝুঁকিহাস ও জরুরি সাড়া প্রদানের নীতি নির্ধারণ করে এবং কৌশলগত নীতি কাঠামো ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি ব্যাখ্যা করে। কৌশলগত পর্যায়ে মোটাদাগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল ব্যাখ্যা করে।
- **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-** বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহাস ও জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা প্রদান করে। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ধারণাগত কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি ও পরিকল্পনা কাঠামো কাজে লাগিয়ে এটা তৈরী করা হয়েছে এবং এতে দুর্যোগ ঝুঁকিহাস ও জরুরি সাড়া প্রদানে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়েছে।
- **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-** বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করে এবং বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকিহাস ও জরুরি সাড়া প্রদানে জড়িত কমিটি, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল অনুযায়ী দরকারি কাজগুলো নির্ধারণ করা হয়।

- সকল স্তরের সরকারি কাজে দিকনির্দেশনা- অনেকগুলো বিষয়ের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশনাবলী যা প্রতিটি মন্ত্রণালয়, এনজিও, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সুশীল সমাজকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালোভাবে পরিকল্পনা করা ও তা বাস্তবায়ন করার জন্য দিকনির্দেশনা দেয়।

১.২.২.২. স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বহু খাতের সাথে যুক্ত কাজ। এতে অনেকগুলো সংস্থা জড়িত থাকে ও তাদের সহযোগিতা দরকার হয়। বিশেষ বিশেষ সংস্থার সাড়া ও তার সমন্বয়ের উপর স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। বিশেষ করে, দুর্যোগকালে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য সিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরা যথাক্রমে সিটি কর্পোরেশন এলাকা, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা এলাকা ও ইউনিয়নে দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজ (যেমন, প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়া প্রদান ও আগ বিতরণ) সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে।

১.২.২.৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পরিষদের সকল সদস্য, সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের মধ্য থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি, ১ জন করে দু:স্থ নারী, সিপিপি, রেড ক্রিসেন্ট, মুক্তিযোদ্ধা ও আনসার ভিডিপি প্রতিনিধি, ২ জন করে কৃষক-মৎস্যজীবী, সুশীল সমাজ ও ধর্মীয় নেতা প্রতিনিধি, ও জন এনজিও প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন পরিষদ সচিব নিয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত। এই কমিটির দায়িত্ব প্রধানত ইউনিয়নের দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করা। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর মাধ্যমে কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে-

বুঁকি প্রশমন

- দুর্যোগ বুঁকি ও বুঁকিহ্রাস পদক্ষেপ সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা এবং বুঁকিহ্রাসে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করে তোলা।
- আপদ, বিপদাপন্নতা ও বুঁকি বিশ্লেষণ এবং দুর্যোগ বুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা ও জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- জনসচেতনতা সৃষ্টি ও দুর্যোগকালে সহায়তা প্রদানে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবীদের সক্ষম করে তোলা।
- আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিত করা এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য মানবিক সংস্থা ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে জড়িত করা।
- জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্ন ব্যক্তি, পরিবার ও দলগুলো চিহ্নিত করা ও তাদের তালিকা প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

সতর্কীকরণ পর্যায়ে

- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী দলের মাধ্যমে সতর্কবার্তা প্রচার ও বুঁকিহ্রাসে ব্যবস্থা করা এবং এসব কাজ পরিবীক্ষণ করা।
- চিহ্নিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহারোপযোগী করে তোলা ও সব আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ চলাকালে

- নিজস্ব সক্ষমতা ও প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে উদ্ধার কাজের ব্যবস্থা করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি আগ কাজের সমন্বয় করা।
- স্থানীয় ও বহিরাগত আগকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে

- তাৎক্ষণিক ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং নির্ধারিত ফরমে প্রতিবেদন তৈরী করা ও তা উপজেলা কমিটির কাছে পাঠানো।
- বাস্তুচ্যুত পরিবার যেন নিজের ভিটায় ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- আহতদের জন্য চিকিৎসা সেবা ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তির জন্য কাউপিলিং নিশ্চিত করা।

১.২.৩. দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়

- ❑ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী নির্দেশিত দায়িত্বগ্রহণে ভালোভাবে বোঝা ও এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা।
- ❑ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদান সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী দল গড়ে তোলা ও এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ❑ ইউনিয়ন পর্যায়ে ঝুঁকি নির্ধারণ করা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করা এবং এগুলো উপজেলা পর্যায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অঙ্গভূক্ত করা।
- ❑ ইউনিয়নে সতর্কবার্তা প্রদান, ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকাঠামো তৈরী করা।
- ❑ ইউনিয়ন পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া দানের জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মানবিক সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা।



মডিউল ২

বুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ও বুঁকিত্বাস পরিকল্পনা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ বুঁকি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন এবং বুঁকিত্বাসমূলক কাজ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।

প্রথম অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- বুঁকি পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;
- বুঁকি পরিবেশের বিবেচ্য - বুঁকি পরিবেশের নিয়ামক ও সমাজভিত্তিক বুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন;
- বুঁকি পরিবেশ বোঝার জন্য ইউডিএমসি'র করণীয় কী তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- দুর্যোগ বুঁকিত্বাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;
- বুঁকিত্বাস পরিকল্পনার বিবেচ্য - বুঁকিত্বাস কৌশল, দুর্যোগ বুঁকিত্বাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, দুর্যোগ বুঁকিত্বাসে জনশিক্ষা ও বুঁকিত্বাসে জবাবদিহিতা বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন;
- বুঁকিত্বাসে ইউডিএমসির সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী কী তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ২ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

- অধিবেশন ২.১ : জনগোষ্ঠীর বুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ
 - 2.১.১. বুঁকি পরিবেশের ধারণা
 - 2.১.২. বুঁকি পরিবেশ নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়
 - 2.১.২.১. বুঁকি পরিবেশের নিয়ামক
 - 2.১.২.২. সমাজভিত্তিক বুঁকি নিরূপণ (সিআরএ)
 - 2.১.৩. বুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র ভূমিকা
- অধিবেশন ২.২ : জনগোষ্ঠীর বুঁকিত্বাস পরিকল্পনা
 - 2.২.১. দুর্যোগ বুঁকি ত্বাস
 - 2.২.২. বুঁকিত্বাস পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়
 - 2.২.২.১. বুঁকিত্বাস কৌশল
 - 2.২.২.২. দুর্যোগ বুঁকিত্বাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ
 - 2.২.২.৩. দুর্যোগ বুঁকিত্বাসে জনশিক্ষা
 - 2.২.২.৪. বুঁকিত্বাসে জবাবদিহিতা
 - 2.২.৩. বুঁকিত্বাসে ইউডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী

অধিবেশন ২.১

বুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ও বুঁকিত্বাস পরিকল্পনা

মূল বার্তা

- জনগোষ্ঠীর বুঁকি নির্ভর করে ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এবং সচেতনতার উপর।
- স্থানীয় পর্যায়ে বুঁকির নিয়ামক হলো- প্রত্যক্ষভাবে আপদের মুখোমুখি হওয়া; আপদে ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা ও আপদের ক্ষতি পুষিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা।
- ইউডিএমসি বুঁকির নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বুঁকি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে।

২.১.১. বুঁকি পরিবেশের ধারণা

বুঁকি হলো বিপদাপন্নতা ও আপদের কারণে ক্ষতিকর পরিণতির সম্ভাবনা বা ক্ষতির আশংকা (যেমন, জীবনহানী, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, পরিবেশ বিপর্যয় ও সেবাসমূহ, জীবিকা বা অর্থনৈতিক কাজে বিঘ্ন)। আপদ ও বিপদাপন্নতার পারম্পরিক ক্রিয়ার ফলে বুঁকি সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই বুঁকির কারণ নিহিত থাকে। তাই বুঁকি নিরূপণে প্রতিবেশ ও জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা জরুরি।

ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে ঐ জনগোষ্ঠী কী ধরণের আপদের মুখোমুখি হতে পারে। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে প্রায় নিয়মিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস দেখা দেয়। সেই সাথে আছে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ; এই এলাকার ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিষ্ঠ পানি, এমন কি মাটি পর্যন্ত লবণাক্ত হয়ে পড়ে। নদীবঙ্গে এলাকায়, বিশেষ করে চর এলাকায়, বন্যা ও নদী ভঙ্গের ঘটনা ঘটে। এইসব প্রান্তিক বা আপদ প্রবণ এলাকায় যারা বাস করে তারা অনিবার্যভাবে দুর্যোগের কবলে পড়ে। উপকূল অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের মুখোমুখি হতে হয় ও লবণ দূষণের কারণে ভুক্তভোগী হতে হয়। বন্যার সময় চরে বসবাসকারী পরিবারগুলোর ঘরবাড়ি ও মাঠের ফসল পানিতে ডুবে যায়।



ছবি: বাঁধের বাইরে দুর্বল কাঠামোর ঘর

সাধারণত, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান গুরীব পরিবারকে তার বসবাসের এলাকা বেছে নিতে বাধ্য করে। গরিব জেলেরা পেশাগত কারণে উপকূল এলাকায় সমুদ্রতীর মেঘে বসতি গড়ে - সমুদ্র থেকে দূরে বাস করলে তার জীবিকার সুযোগ কমে যায়। অনুরূপভাবে, ভূমিহীন অনেক চাষী পরিবার চরে বাস করে - আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তারা কম আপদ প্রবণ এলাকায় চাষাবাদের জমি জোগাড় করতে পারেন। আর্থ-সামাজিকভাবে যারা যতো দুর্বল তারা ততো প্রান্তিক এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয়।

আবার একই আপদে আক্রান্ত সব জনগোষ্ঠী বা একটা জনগোষ্ঠীর সব পরিবার সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। আপদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে নির্ভর করে পরিবারগুলোর ঘরবাড়ির কাঠামোর উপর। বসতিভিত্তি উঁচু হলে তা বন্যার পানিতে সহজে ডোবেন। মজবুত বাড়িসহ বাড়ি-ঝোঁঝায় ঢিকে থাকে। মজবুত ভৌত কাঠামো আবার পরিবারের আর্থিক সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সচল পরিবার আপদ সহিষ্ণু ঘরবাড়ি বানাতে পারে - আপদ মোকাবেলায় তারা অন্যদের তুলনায় বেশি সমর্থ্য।

২.১.২. বুঁকি পরিবেশ নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়

২.১.২.১. বুঁকি পরিবেশের নিয়ামক

স্থানীয় পর্যায়ে বুঁকির যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে দেখা দরকার সেগুলো হলো-

অপাবরণ- প্রত্যক্ষভাবে আপদের মুখোমুখি হওয়া;

ভঙ্গুরতা- আপদে ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা; ও

প্রত্যাগতি- আপদের ক্ষতি পুষিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা।

অপাবরণ (এক্সপোজার)

কোন সুরক্ষা ছাড়া সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে আপদের মুখোমুখি হওয়া হলো অপাবরণ। যেমন, নিচু এলাকায় যেসব পরিবার বাস করে তাদের ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে যায়। অপাবরণের ধরণ ও মাত্রা নির্ভর করে-

জনগোষ্ঠী বা পরিবারের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর - নদীর তীরে যারা বাস করে তারা নদী ভাঙ্গনের শিকার হয় বা উপকূল অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ঘূর্ণিষাঢ়ে আক্রান্ত হয়। নিচু এলাকায় যারা বাস করে বা যাদের বসত ভিটা উঁচু নয় তাদের ঘরবাড়ি বন্যার সময় ডুবে যায়। যে এলাকায় বিভিন্ন ধরণের আপদ ঘটে বা পৌনঃপুনিকভাবে আপদ আসে সেই এলাকার জনগোষ্ঠী বার বার আক্রান্ত হয়।

আপদের প্রভাব কমানোর জন্য সুরক্ষা থাকা বা না থাকার উপর - বাঁধের বাইরে যারা বাস করে তারা সরাসরি বন্যা বা জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হয়। বসতভিটায় গাছপালা থাকলে ঝড়ের ঝাপটা কম লাগে। উপকূল অঞ্চলের যেসব এলাকায় বনবেষ্টনি নেই সেসব এলাকার জনগোষ্ঠী বাড়বাঞ্চায় বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আপদের মাত্রার উপর- আপদের তীব্রতা বেশি হলে সুরক্ষা সত্ত্বেও জনগোষ্ঠী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, মারাত্মক ধরণের বন্যা বা জলোচ্ছাস হলে উঁচু ভিটাও ডুবে যেতে পারে। পৌনঃপুনিক আপদের আঘাতে শক্ত কাঠামোও দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

আপদ প্রবণ এলাকায় বাস করা বা মজবুত ভৌত কাঠামোর সুরক্ষা না পাওয়া অপাবরণ বাড়ায়। তবে এর পিছনে রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। দরিদ্র পরিবারগুলো নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে পারেন। দারিদ্র জনিত কারণে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় এবং বেশি আয়ের ও স্থিতিশীল পেশার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়না। ফলে তাদেরকে প্রাণিক কোন পেশা বেছে নিতে হয়। তাদের জীবিকা হয় অনিশ্চিত ও স্বল্প আয়ের। তারা প্রাণিক বা আপদ প্রবণ এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয়। যেমন, উপকূল এলাকার জেলে ও চরাঞ্চলের ভূমিহীন চাষী। আবার অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে তারা ভৌত কাঠামোগত সুরক্ষা গড়ে তুলতে পারেন।

ভঙ্গুরতা (ফ্রাইলিটি)

ভঙ্গুরতা অবকাঠামো, সেবা ব্যবস্থা ও জনগোষ্ঠীর জীবিকার উপায়গুলোর আপদ সহন ক্ষমতা নির্দেশ করে। দুর্বল ভৌত কাঠামো বা মেরামত বিহীন রাস্তা বন্যা বা জলোচ্ছাসে সহজেই ভেঙ্গে পড়ে বা চাকুরীজীবীদের তুলনায় দিনমজুরদের আয় কম টেকেসহ। ভৌত কাঠামো, বস্ত্রগত সম্পদ, সামাজিক ব্যবস্থা, জীবিকা বা জীবিকার উপকরণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভঙ্গুরতা থাকতে পারে। যেমন-

ভৌতকাঠামো - বাড়বাঞ্চায় পাকা দালানকোঠার তুলনায় কাঁচা বাড়ি বা খড়ের ঘর বেশি ভঙ্গুর।

উৎপাদনশীল সম্পদ- চর এলাকার চাষযোগ্য জমি নদী ভাঙ্গনে বিলীন হতে পারে বা বালির স্তরে চাপা পড়ে অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে।

পেশা বা জীবিকা- ঘূর্ণিষাঢ়ের মৌসুমে জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারেন; বা বন্যার সময় দিনমজুরদের কাজ থাকেন।

উৎপাদনের উপকরণ- ঘূর্ণিষাঢ়ে নৌকা ডুবে যেতে পারে; বা বন্যার সময় রিঙ্গা বা ভ্যানগাড়ি আয়রোজগারের জন্য কাজে আসেনা। আপদের ধরণ ও মাত্রা সাপেক্ষে বস্ত্রগত উপাদানের ভঙ্গুরতা সৃষ্টি হয়। একই বস্ত্র এক ধরণের আপদে বেশি ভঙ্গুর আবার অন্য ধরনের আপদে কম ভঙ্গুর। যেমন, চর এলাকায় জীবিকার উপায়



ছবি: আপদের ঝুঁকিতে উপকূল এলাকার জেলে



ছবি: দুর্বল ও ভঙ্গুর কাঁচা ঘরবাড়ি

হিসাবে নৌকা। ভরা বন্যায় নৌকা চালিয়ে মাঝি রোজগার করতে পারে, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে যখন নদীতে পানি থাকেনা তখন নৌকা চালিয়ে আয় করা সম্ভব হয়না। জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রেও এমন ঘটতে পারে। যেমন, উপকূল অঞ্চলের চাষীদের ধান-পাটের মতো প্রচলিত ফসল আবাদের জ্ঞান-দক্ষতা লবণাক্ততা বাড়ার কারণে ক্রমেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে।

প্রত্যাগতি (রেজিলিয়েন্স)

প্রত্যাগতি হলো দুর্ঘাগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। আপদের আঘাতে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যেতে পারে। জনগোষ্ঠীতে বিদ্যমান সেবা বা অর্থনৈতিক কাজকর্ম, যেমন- পানি সরবরাহ, মোগামোগ, স্কুল-কলেজ, ক্লিনিক বা বাজার, অচল হয়ে পড়তে পারে। পরিবারগুলো সম্পদ হারাতে পারে ও তাদের উৎপাদন বা আয়রোজগারমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রত্যাগতি এই অচল অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা নির্দেশ করে। এটি দুর্ঘাগের নেতৃত্বাচক প্রভাব প্রতিহত করেও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

সম্পদ ও সচলতা- সাধারণত, সচল ও ধনী পরিবার সহজেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। গরীব পরিবার সহজে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনা বরং তারা আরও গরীব হয়ে পড়ে।

শিক্ষা ও দক্ষতা- শিক্ষা ও দক্ষতা প্রত্যাগতি বাঢ়ায়। কারণ শিক্ষা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে জীবিকা পুনরুদ্ধার করা সহজ হয়।

লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার- পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে লাগসই প্রযুক্তি বা নতুন সুযোগ খুঁজে বের করা ও তা কাজে লাগানোর দক্ষতা প্রত্যাগতি বাঢ়াতে সাহায্য করে। যেমন, উপকূল এলাকার গরিব পরিবারের নারী চিংড়ি রেণু ধরে বা কাঁকড়া মেটাতাজা করে পরিবারের আয় বাঢ়াতে পারছে।



ছবি: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুযোগ ও দক্ষতা কাজে লাগানো

বহুমুখী দক্ষতা কাজে লাগানো - অনেক দিনমজুর একমুখী কাজ (ঘর মেরামত, মাটিকাটা অথবা চাষাবাদ) ধরে না থেকে বহুবিধ কাজে যোগ দিচ্ছে। এখন একই মজুর কখনও চাষাবাদের কাজ করে, কখনও মাটি কাটে আবার কখনও জেলে হিসাবে মাছ ধরতে যায়।

সুস্থান্ত্রণ ও কর্মদক্ষতা- পরিবারের সকলে সুস্থ ও সবল হলে এবং শ্রমের যোগান নিশ্চিত করতে পারলে আয়রোজগারের কাজ দ্রুত শুরু করতে পারে।

২.১.২.২. সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ)

স্থানীয় ঝুঁকি নিরূপণ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যার দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য আপদের আশঙ্কা, প্রকৃতি ও বিস্তার নিরূপণ করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিপদাপন্নতার ধরণ ও সম্ভাব্য আপদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের উপর আপদের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রশমনমূলক কাজের পরিকল্পনা করা।

সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) একটা অংশগ্রহণমূলক ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি। এতে স্থানীয় সকল পেশা ও সামাজিক শ্রেণীর নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ থাকে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার দলের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার সমস্যাবলী, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয় এবং ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। এই পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা যায়না এমন বিষয়গুলো সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর উপরিস্তরে (ইউনিয়নের ক্ষেত্রে উপজেলায়, পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলায়) প্রেরণ করে একটা সমর্পিত বাস্তবায়নযোগ্য ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়।



ছবি: ঝুঁকি নিরূপণে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ

সিআরএ বাস্তবায়নে ইউনিয়ন দুর্ঘাগের ব্যবস্থাপনা কমিটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকৌশলের মধ্যে রয়েছে-

- এলাকায় সিআরএ করার জন্য একটা সরকারি সংস্থা অথবা বেসরকারি বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্দিষ্ট করা।
- বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, সরকারি দপ্তর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্থায় সিআরএ বাস্তবায়নের বিষয় অবহিত করা।
- বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে ইউনিয়ন দুর্ঘাগের ব্যবস্থাপনা কমিটির আগ্রহী ও যোগ্য সদস্যদের নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়ক দল গঠন করা।

- সিআরএ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহায়ক দলে মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সহায়ক দলের মাধ্যমে সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।
- সিআরএ বাস্তবায়নের সময়সূচী নির্ধারণ করা।
- একটা প্রারম্ভিক সভা আয়োজন করে আলোচনার মাধ্যমে সিআরএ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪ দিনে সিআরএ-এর কাজগুলো সম্পন্ন করা।
- ইউনিয়নের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা আর ঝুঁকিহ্রাসে প্রয়োজনীয় যেসব কাজ ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার বা সামর্থ্যের বাইরে তা উপজেলা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো।

সিআরএ বাস্তবায়নে কয়েকটা ধাপ রয়েছে; এগুলো হলো-

ধাপ ১: সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ- এতে স্থানীয় জনগণ, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তি, পেশাজীবি (কৃষক, মৎসজীবি ও অন্যান্য), নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অংশ নেয়; অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে।

ধাপ ২: পরিভ্রমণ - স্থানীয় জনগণ ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ২-৩ জনকে নিয়ে এলাকা পরিভ্রমণ।

ধাপ ৩: আপদ চিহ্নিতকরণ এবং সামাজিক ও আপদের মানচিত্র তৈরীকরণ- এতে অংশ নেয় ইউডিএমসি সদস্য এবং এলাকা সম্পর্কে ভালো জানে এমন ১৫-২০ জন এলাকাবাসী।

ধাপ ৪: মূল তথ্য প্রাদানকারীর সাক্ষাত্কার গ্রহণ - ইউনিয়ন এর স্থানীয় ও অভিজ্ঞ কয়েকজন ব্যক্তির সাথে আলোচনা।

ধাপ ৫: সকল বিপদাপন্ন খাত চিহ্নিতকরণ- ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ১৫-২০ জন করে দু'টি দল এতে অংশ নেয়।

ধাপ ৬ : খাত ভিত্তিক ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যাবলী সৃষ্টির কারণসমূহ চিহ্নিত করণ- ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ১৫-২০ জন করে দু'টি দল এতে অংশ নেয়।

ধাপ ৭: বিভিন্ন আপদের ফলে খাত ভিত্তিক ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ নির্দিষ্টকরণ ও অগ্রাধিকারকরণ এবং ঝুঁকিহ্রাসের সম্ভাব্য উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণ- ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ১৫-২০ জন করে দু'টি দল এতে অংশ নেয়।

ধাপ ৮: জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাসের সম্ভাব্য উপায়সমূহের বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ- ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ১৫-২০ জন করে দু'টি দল এতে অংশ নেয়।

ধাপ ৯: স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি কি উপায় নিজেরা বাস্তবায়ন করতে পারে (ইউনিয়ন পর্যায়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য)- ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ১৫-২০ জন করে দু'টি দল এতে অংশ নেয়।

ধাপ ১০: ঝুঁকিহ্রাসের উপায়সমূহ বাস্তবায়নে সরকারি বর্তমান উদ্যোগসমূহের ও ভবিষ্যতে কি কি করতে পারে (উপজেলা পর্যায়ে)- ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ১৫-২০ জন করে দু'টি দল এতে অংশ নেয়। সহায়ক দল সিআরএ'র কার্যক্রম-এর ভিত্তিতে ইউনিয়নের একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরী করে।

ধাপ ১১: উপজেলা পর্যায়ে সময়িত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপায়সমূহের বাস্তবায়নের জন্য মন্তব্যে পোঁছানো- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিবৃন্দ। সহায়ক দল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সিআরএ-এর বিভিন্ন ধাপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই করে ও কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে সিআরএ এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরী করে।

২.১.৩. ঝুঁকি পরিবেশ বুৰাতে ইউডিএমসি'র করণীয়

- ইউনিয়নের দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণের জন্য পরিকল্পনা করা।
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও এনজিও'র সাথে যোগাযোগ করে এলাকায় সিআরএ'র ব্যবস্থা করা।
- সিআরএ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা।
- ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর, বিশেষভাবে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীসহ প্রান্তিক শ্রেণীর, অপাবরণ, ভঙ্গুরতা ও প্রত্যাগতি বিশ্লেষণ করা।
- সিআরএ'র ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ইউনিয়নের ঝুঁকিহ্রাস কর্ম পরিকল্পনা করা।
- ইউনিয়নের এখতিয়ার বা সামর্থ্য বহির্ভুক্ত কাজগুলো প্রস্তাব আকারে উপজেলা বরাবর পাঠানো।

অধিবেশন ২.২

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ত্রাস পরিকল্পনা

মূল বার্তা

- ইউণো কর্মকাঠামোর আলোকে তৈরী বাংলাদেশের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকিত্রাস পরিকল্পনায় কৌশলগত ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি কমানো ও ঝুঁকি সহনের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীর প্রত্যাগতি বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।
- বিপদাপন্নতার ধারণা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করলে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়।
- জবাবদিহিতার মূল বিষয় হলো সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো, সকলের মতামত নেওয়া এবং অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন, করণীয় বিষয়ে ওয়াকিবহাল, ঝুঁকিত্রাসমূলক কাজে পারদশী জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে জনশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- ইউডিএমসি দুর্যোগ ঝুঁকিত্রাসে শুধুমাত্র জরুরি সাড়া প্রদানের উপর জোর না দিয়ে সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিলে দুর্যোগ ঝুঁকিত্রাস কার্যক্রম আরও কার্যকর হবে।

২.২.১. দুর্যোগ ঝুঁকি ত্রাস

দুর্যোগ একটা আকস্মিক ক্ষতিকর ঘটনা, সাহায্য প্রবাহের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রবর্তীকালে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে, এই পুরনো ধারণার বদলে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ধরে নেওয়া হয় যে চলমান জীবনযাত্রায় সব সময়ই দুর্যোগের ঝুঁকি বিদ্যমান। প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশ আপদ ও বিপদাপন্নতা সৃষ্টি করে এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে দুর্যোগ ঘটে। এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সম্ভাবনার উপর বেশি জোর দেওয়া হয় এবং বিচ্ছিন্নভাবে ঘটমান দুর্যোগ মোকাবেলার পরিবর্তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঝুঁকিগুলো দূর করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এতে সম্ভাব্য আপদের উত্তৰ, বিকাশ ও প্রভাবের কার্যকারণ এবং জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতার নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করা হয় আর অপারেণ ও ভঙ্গুরতা কমিয়ে এবং প্রত্যাগতি বাড়িয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ত্রাস করা হয়। এটা উন্নয়নধারা ও জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গসীভাবে জড়িত একটা সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়া।

দুর্যোগ ঝুঁকিত্রাসের মূল বিষয় হলো-

- ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র জরুরি সাড়া প্রদানের উপর জোর দেয়না বরং সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়;
- খ) জনগোষ্ঠীকে বাঁচানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু নয় বরং এটা জনগোষ্ঠীর অধিকারের সাথে যুক্ত এবং গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একমাত্র সরকারেরই কাজ নয় বরং এটা সমগ্র জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব।

দুর্যোগ ঝুঁকিত্রাস কর্মকাঠামোতে পাঁচটি অগ্রাধিকার কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে; এগুলো হলো-

- প্রতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাসহ দুর্যোগ ঝুঁকিত্রাস জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার হিসাবে ধার্য করা। দুর্যোগ ঝুঁকিত্রাসে নীতি, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সুনির্দিষ্ট সূচকের মাধ্যমে অগ্রগতি পরিমাপের ব্যবস্থা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সর্বস্তরের দুর্যোগ ঝুঁকিত্রাস কার্যক্রমে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় সক্ষমতা বাড়ায়।
- দুর্যোগ ঝুঁকিগুলো চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং পূর্বসতর্কীকরণ জোরদার করা। আপদ ও আপদজনিত বস্তুগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপদাপন্নতা এবং আপদ ও বিপদাপন্নতার স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞানের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়।



ছবি: অবসরে বাঁশের ঝুঁড়ি তৈরী

- জ্ঞান, আবিক্ষার ও শিক্ষার মাধ্যমে সর্বস্তরে ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি এবং প্রত্যাগতি গড়ে তোলা। জ্ঞান এবং ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি ও প্রত্যাগতি গড়ে তোলার আগ্রহ থাকলে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়; এর জন্য আপদ, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও বিতরণ করা দরকার।
- দুর্যোগ ঝুঁকির অন্তর্নিহিত নিয়ামকগুলো দূর করা। খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থা, ভূমি ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ ভূতাত্ত্বিক ও আবহাওয়া জনিত আপদ সংক্রান্ত দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া।
- কার্যকরভাবে সাড়া প্রদানের জন্য সর্বস্তরে দুর্যোগ প্রস্তুতি শক্তিশালী করা। আপদ প্রবণ এলাকার প্রশাসন, ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও সক্ষমতার মাধ্যমে প্রস্তুত থাকলে আপদকালে ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্যোগের প্রভাব কমানো সম্ভব।

সাধারণত এই কর্মকাঠামোর আলোকে দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির আশংকা দূর করতে কী রূপ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং এই কাজে সফল হওয়ার জন্য কী কৌশল দরকার, তার উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

২.২.২. ঝুঁকিত্বাস পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়

২.২.২.১. ঝুঁকি ত্বাসের কৌশলগত দিক

দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকিত্বাসে কৌশলগত দিকগুলো বিবেচনা করা দরকার; যেমন- ঝুঁকি এড়ানো বা ঝুঁকি পরিহার করা, ঝুঁকি কমানো ও ঝুঁকি বহন বা ঝুঁকি সহন। এগুলোর ভারসাম্য বজায় রেখে কোন এলাকা বা জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস পরিকল্পনা করলে তা অধিক ফলপ্রসূ হয়।

ঝুঁকি এড়ানো- আপদ জনিত ক্ষতির আওতার বাইরে থাকার কৌশল হলো ঝুঁকি এড়ানো। এই কৌশলে আপদের মাত্রা কমেনা; তবে আপদ জনিত ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে এই কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, নিম্নচাপ দেখা দিলে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া পরিহার করা। বন্যা প্রবণ এলাকায় এমনভাবে ফসল চক্র নির্ধারণ করা যাতে বন্যা মৌসুমে মাঠে কোন ফসল না থাকে বা লবণ্যক এলাকায় ধানের আবাদ না করা। আপদ মৌসুমের ঠিক আগে ছাগল-ভেড়া-হাঁস-মুরগি বিক্রি করে মৌসুমের শেষে নতুন করে এগুলো আবার কেনা- পশুপাখি পালনে এমন চক্র ব্যবহার করাও ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল হতে পারে।

ঝুঁকি কমানো- এ ধরণের কাজের মাধ্যমে আপদের বিধ্বংসী ক্ষমতা কমানো হয়। সাধারণত এটি ভৌত কাঠামোগত কাজ হিসাবে ধরা হয়। যেমন- বাঁধ তৈরী করে বন্যা বা জলোচ্ছাসের আগ্রাত সামলানো কিংবা নদী খনন করে বন্যার প্রকোপ বা জলাবন্ধন কমানো। তবে সামাজিক কাজকর্মও ঝুঁকি কমানোর জন্য করা যেতে পারে। যেমন- বসতভিটায় গাছ লাগিয়ে বাড়ের আগ্রাত কমানো; টেকসই পদ্ধতিতে বনজ সম্পদ আহরণ করে বন-বেষ্টনী রক্ষা করা ও এর মাধ্যমে ঘূর্ণিবাড়ের প্রকোপ কমানো অথবা টেকসই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে লবণ দূষণের ঝুঁকি কমানো। অভিযোজনের মাধ্যমেও ঝুঁকি কমানো যেতে পারে, যেমন- বন্যা সহিষ্ণু বা লবণ সহিষ্ণু ফসলের আবাদ করা কিংবা ভাসমান বীজতলা করা। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়। শিক্ষাগত অর্জন উচ্চতর হলে পেশা ও জীবিকার ভঙ্গুরতা কমে আসে। সচ্ছলতার কারণে ঝুঁকি কমে, যেমন- সচ্ছল পরিবারের উপর শৈত্য প্রবাহের ঝুঁকি কম থাকে।



ছবি: ফসল চক্রে সবজি ও দানাদার শস্যের মিশ্রণ



ছবি: বন্যার প্রস্তুতি হিসেবে মাটির আলগা চুলা

ঝুঁকি সহন - এই কৌশলের মাধ্যমে আপদের তীব্রতা কমানো বা এর প্রভাব বলয়ের বাইরে যাওয়া ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা হয়। এটা মূলত অবশিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজগুলো নির্দেশ করে। ঘূর্ণিবাড় বা বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া কিংবা জরুরি সাড়া প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা ঝুঁকিসহনমূলক কৌশল। পরিবার পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন, শুকনো খাবারের মজুত বা আলগা চুলো তৈরী করা ঝুঁকি সহন কৌশল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ঝুঁকি সহন কৌশলের প্রয়োগ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাগতির মাত্রা নির্দেশ করে।



ছবি: ঘর মেরামত

২.২.২.২. দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

দুর্যোগ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই আপদের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। জীবনযাত্রা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পর্যায় ও ব্যবস্থাপনা থেকে উত্তুত বিপদাপন্থনা

দুর্যোগের সৃষ্টি করে। তাই বিপদাপন্থনার ধারণা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করলে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়। মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের মূল চাহিদাগুলো হলো, পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া এমন হবে যার ফলে-

- উন্নয়ন কার্যক্রম বা প্রকল্পের সুফলসমূহ আপদের আঘাত স্বত্ত্বেও টিকে থাকবে, যেমন- বন্যাকালীন সময়েও যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকবে; স্কুল বা চিকিৎসা কেন্দ্র বন্যা বা ঝড়ের প্রভাব মোকাবেলা করে সচল থাকবে।
- উন্নয়ন প্রকল্প দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়াবেনা ও পরিবেশের ক্ষতি করবেনা, যেমন- ভৌত কাঠামো বা রাস্তাঘাট নির্মাণ জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করবেনা বা বন্যার কারণ হিসাবে দেখা দেবেনা; ক্ষুদ্রখণ্ড কার্যক্রম দুর্যোগে ভুঙ্গভোগী পরিবারের দুর্দশা বাড়াবে না।
- উন্নয়ন প্রকল্প সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি করাতে সাহায্য করবে, যেমন- ভৌত কাঠামো নির্মাণ এমন হবে যাতে আপদকালে (অগ্নিকাঢ় বা ভবনঢ্বস) জীবনহানি করাতে সাহায্য করবে; চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তি খরা, বন্যা বা লবণ দূষণ মোকাবেলা করাতে সাহায্য করবে।

দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচীর বিভিন্ন পর্যায়ে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী প্রয়োজন। এরমধ্যে রয়েছে, নীতিগত পর্যায়ে সম্ভাব্য আপদের ঝুঁকিত্বাস বিষয়ে দিকনির্দেশনা, কৌশলগত পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাসের অধাধিকার নির্ধারণ ও কর্মবণ্টন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ। দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে কয়েকটা প্রশ্ন বিবেচনায় আনতে হবে, যেমন-

- প্রকল্পসমূহ জনগোষ্ঠীর আপদ বিপদাপন্থনার উপর কী প্রভাব ফেলবে?
- প্রকল্পসমূহ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বিপদাপন্থনার উপর কী প্রভাব ফেলবে?
- প্রকল্প এলাকা ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠী কী ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে পারে?
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি ত্বাসের জন্য পরিকল্পনায় কী কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে?
- দুর্যোগকালীন সময়ে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী প্রকল্প মারফত কী সহায়তা পেতে পারে?

২.২.২.৩. দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাসে জনশিক্ষা

জনশিক্ষা জ্ঞান ও সচেতনতা বাড়ায় এবং জনগোষ্ঠীর আচরণ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। আচরণ ও সামাজিক পথা পরিবর্তনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। এভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনের জন্য জনশিক্ষা বেশ কার্যকর। জনশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, এমন এক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা যার দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন, করণীয় বিষয়ে ওয়াকিবহাল, ঝুঁকিত্বাসমূলক কাজে পারদর্শী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে অংশ নিতে সক্ষম।

জনশিক্ষার মূল কাজ হলো, সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য সরবরাহ করা ও এসব তথ্য বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করা। জনশিক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠী দুর্যোগ ঝুঁকিগুলো বুবাতে ও সেগুলো চিহ্নিত করতে পারে। তারা জানতে পারে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের ঝুঁকিগুলো কী আর নিজেকে ও প্রতিবেশীদের ঝুঁকিমুক্ত করতে হলে তাদেরকে কী করতে হবে। তারা আরও জানতে পারে, কিভাবে ঝুঁকিত্বাসমূলক কাজে অংশ নিতে হয় ও এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

জনশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন কার্যক্রম বা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, সাংস্কৃতিক বা বিমোচনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি; গণমাধ্যমের সাহায্যে তথ্য সরবরাহ; পোস্টার, বিলবোর্ড বা অনুরূপ পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার; আলোচনা, কর্মশালা বা সেমিনার; প্রশিক্ষণ, হাতে কলমে কাজ বা অংশগ্রহণমূলক গবেষণা ও বিশ্লেষণ। জনশিক্ষা প্রসার কার্যকর করতে যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তাহলো-

লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী - সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ বা অন্য যে কোন পদ্ধতিই হোক, অভীষ্ট জনগোষ্ঠী নির্ধারণ করা জরুরি। এর জন্য এই জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মতাদর্শগত অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে জানা দরকার।

বিষয়বস্তু - কোন বিষয়ে জানাতে হবে ও কী তথ্য সরবরাহ করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা দরকার। প্রাপ্ত তথ্য ও জ্ঞান অভীষ্ট জনগোষ্ঠী কিভাবে কাজে লাগাতে পারে ও এর ফলে তাদের আচরণে কী ধরণের পরিবর্তন আশা করা যায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

কর্মপদ্ধতি - কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনা ও অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের সম্ভাব্য প্রাপ্যতা বিবেচনা করে কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করতে হবে। সেই সাথে, কর্মকাণ্ডের সময়সূচী এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী সহজেই অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এছাড়াও, নির্ধারিত কর্ম পদ্ধতি কতটা কার্যকর সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কার্যক্রম শুরু করার আগে কর্মপদ্ধতি মাঠ পর্যায়ে ঘাঁচাই করা দরকার।

পরিবীক্ষণ- কার্যক্রম উদ্দেশ্য মোতাবেক সফল হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য নির্ণয়ক ও সূচক ঠিক করা এবং কাজের অগ্রগতি নিয়মিত অবলোকন করা দরকার। কার্যক্রমের শুরুতেই এই নির্ণয়ক ও সূচক এবং অবলোকনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা জরুরি।

২.২.২.৪. দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাসে জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা - জবাবদিহিতা হলো দায়িত্বশীলতার সাথে ক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা। জবাবদিহিতার মূল বিষয় হলো সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো, সকলের মতামত নেওয়া এবং অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা।

জবাবদিহিতার লক্ষ্যমাত্রা

তথ্য সরবারহ

- আর্থিক বিষয়সহ, কর্মসূচী সম্পর্কিত সব তথ্য এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে নারী-পুরুষ বা শিক্ষাগতযোগ্যতা নির্বিশেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সবাই তা বুবাতে পারে।
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচসহ সকল তথ্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা; নিয়মিত কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা; এবং তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা করা।

অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী সিদ্ধান্ত হারণে মুখ্য ভূমিকা নেবে ও প্রকল্পের অংশীদারিত্ব অনুভব করবে।
- নারীসহ দরিদ্র ও প্রাক্তিক লোকের চাহিদা আমলে নেওয়া হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা।
- বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার বিবাদ বা দলাদলি বিবেচনায় নেওয়া ও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তার মিমাংসা করা।

ফিডব্যাক প্রণালী

- স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা করে এমনভাবে মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাতে নারী ও প্রাক্তিক লোকজন নির্ভয়ে অভিযোগ করতে বা মতামত জানাতে পারে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিয়মিত জনগোষ্ঠীর সম্মতির মাত্রা মনিটর করবে।

আচরণ

- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ জনগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক আঙ্গুষ্ঠা ও সম্মানের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলবে।
- জনগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা খুঁজে দেখা হবে।

সূত্রঃ *The Listen First Framework: <http://www.listenfirst.org/materials>; Handout, ALNAP Training - Leadership in Action*

জবাবদিহিতা কাঠামো - জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে এর একটা কাঠামো ও প্রক্রিয়া থাকতে হবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যা করতে পারে তা হলো-

- চলমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে সবাইকে জানানো। দুর্যোগ ঝুঁকিত্বাস সম্পর্কিত কর্মসূচীগুলো কী এবং এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ও জনগোষ্ঠীর কী ভূমিকা রয়েছে তা জানানো। এছাড়া, কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো; যেমন- কাজগুলো কী ও এগুলো করার প্রক্রিয়া কী হবে এবং কতদিন চলবে, এতে কী সম্পদ ব্যবহার হবে বা কত খরচ হবে আর এই সম্পদ কোথা থেকে ও কিভাবে জোগাড় হবে বা হয়েছে; কার্যক্রমের অগ্রগতি কতদূর ও এতে কী বাধাবিপত্তি মোকাবেলা করতে হয়েছে।

■ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত সমস্যা ও চাহিদাগুলো জানা। কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে, যেমন- অবস্থা বিশ্লেষণ, সমস্যা চিহ্নিকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তায়ন ও মূল্যায়নে জনগোষ্ঠীর মতামত ও পরামর্শ নেওয়া। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মিটি এর জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। আর এর প্রক্রিয়া এমন হতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর সব শ্রেণীর ও সব শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিশেষ করে এতে নারী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বাস্তিত শ্রেণীর লোকের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

■ অভিযোগ গ্রহণ ও তা আমলে নেওয়া জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে কারো কোন মতামত বা এ বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তারা যেন তা জানাতে পারে। এরজন্য একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে; জনগোষ্ঠীর যে কেউ মতামত দিতে বা অভিযোগ জানাতে পারবে এবং কোন মতামত বা অভিযোগ পাওয়া গেলে তা আমলে নেওয়া হবে।

জবাবদিহিতার কাঠামো

জনগোষ্ঠীকে জানানো	<ul style="list-style-type: none"> ■ কী তথ্য দেওয়া হবে ■ কখন কখন তথ্য বিতরণ করা হবে ■ তথ্য বিতরণের মাধ্যম ও প্রক্রিয়া কী হবে ■ কারা তথ্য পাবে
জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে জানা	<ul style="list-style-type: none"> ■ কর্মসূচীর কোন কোন পর্যায়ে জানতে হবে ■ কোন কোন বিষয়ে জানতে হবে ■ কার কার কাছ থেকে জানতে হবে ■ জানার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কী হবে ■ প্রাণ্ত তথ্য কী ভাবে কাজে লাগানো হবে
মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ	<ul style="list-style-type: none"> ■ কর্মসূচীর কোন কোন পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ করা হবে ■ কোন কোন বিষয়ে অভিযোগ করা যাবে ■ অভিযোগ করার পদ্ধতি কী হবে ■ কিভাবে অভিযোগ আমলে নেওয়া হবে ও নিষ্পত্তি করা হবে ■ অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কে কিভাবে ফিডব্যাক দেয়া হবে

২.২.৩. ঝুঁকিহ্রাসে ইউডিএমসি'র সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী

এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মিটির কাজের যেগুলো জরুরি তা হলো-

- কৌশলগতভাবে ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি করানো ও ঝুঁকি সহনের কাজগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।
- ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে কী ধরণের ইতিবাচক বা নেতৃত্বাচক প্রভাব রাখছে তা নিয়মিত পর্যালোচনা করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া।
- দুর্যোগ ঝুঁকি ও ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য জনশিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা ও তা বাস্তবায়ন করা।
- জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জবাবদিহিতার কাঠামো তৈরী করা এবং সময়মতো সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া ও জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মতামত নেওয়া।



মডিউল ৩

জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ পূর্বসতর্কীকরণ, ক্ষতি-চাহিদা নিরূপণ ও মানবিক সহায়তা প্রদানসহ জরুরি সাড়া প্রদানের জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

প্রথম অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য - ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্য পূর্বাভাস, সুনামি সতর্কবার্তা ও নদীভাঙ্গন পূর্বাভাস সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন;
- দুর্যোগ সতর্কবার্তা ও ইউডিএমসি'র করণীয় কী তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- অপসারণ ও উদ্ধার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- জানানো ও সময়ানুবর্তিতা; জরুরি আশ্রয়; জরুরি চিকিৎসা সেবা; নারী, শিশু, বৃক্ষ ও প্রতিবন্ধীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা; শৃঙ্খলা এবং দক্ষতা সম্পর্কিত অপসারণ ও উদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন;
- অপসারণ ও উদ্ধারে ইউডিএমসি'র করণীয় কী তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

তৃতীয় অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- সময়ানুবর্তিতা; প্রাসঙ্গিকতা; স্বচ্ছতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন;
- ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে ইউডিএমসি'র করণীয় কী তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

চতুর্থ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- মানবিক চাহিদা পূরণে বিবেচ্য - লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য; দুর্যোগ পীড়িত মানুষের অধিকার ও মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান; এবং মানবিক সহায়তা কর্মীর আচরণ বিধি বুঝতে পারবেন;
- মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধারে ইউডিএমসি'র করণীয় কী তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ৩ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

- অধিবেশন ৩.১ : জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বসতর্কীকরণ
 - ৩.১.১. আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা
 - ৩.১.২. বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা
 - ৩.১.২.১. ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা
 - ৩.১.২.২. বন্য পূর্বাভাস
 - ৩.১.২.৩. সুনামি সতর্কবার্তা
 - ৩.১.২.৪. নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস
 - ৩.১.৩. দুর্যোগ সতর্কবার্তা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

■ অধিবেশন ৩.২ : জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার ও অপসারণ

- ৩.২.১. অপসারণ ও উদ্ধার
- ৩.২.২. অপসারণ ও উদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
 - ৩.২.২.১. জানানো ও সময়ানুবর্তিতা
 - ৩.২.২.২. জরুরি আশ্রয়
 - ৩.২.২.৩. জরুরি চিকিৎসা সেবা
 - ৩.২.২.৪. নারী শিশু বৃন্দ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
 - ৩.২.২.৫. শৃঙ্খলা ও দক্ষতা
- ৩.২.৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

■ অধিবেশন ৩.৩ : ক্ষতি, বিষ্ণু ও দুর্দশা নির্ধারণ

- ৩.৩.১. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ
- ৩.৩.২. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
 - ৩.৩.২.১. কার্যকর ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ
 - ৩.৩.২.২. তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি
 - ৩.৩.২.৩. ক্ষতি ও চাহিদার প্রতিবেদন
- ৩.৩.৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

■ অধিবেশন ৩.৪ : মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা

- ৩.৪.১. মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন
- ৩.৪.২. মানবিক চাহিদা পূরণে বিবেচ্য বিষয়
 - ৩.৪.২.১. লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য
 - ৩.৪.২.২. দুর্যোগ পীড়িত মানুষের অধিকার ও মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান
 - ৩.৪.২.৩. মানবিক সহায়তা কর্মীর আচারন বিধি
- ৩.৪.৩. মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনে ইউডিএমসি'র করণীয়



অধিবেশন ৩.১

জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পূর্বসতর্কীকরণ

মূল বার্তা

- জনশিক্ষার মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং সতর্কবার্তা অনুসারে করণীয় সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যায়।
- বাংলাদেশে মূলত ঘূর্ণিঝড় ও সুনামি সতর্কবার্তা এবং বন্যা পূর্বাভাসের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে যা জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ রক্ষায় খুবই অপ্রতুল।
- ইউডিএমসি'র অন্যতম কাজ হলো ইউনিয়নকে সতর্কবার্তা ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য এমন একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা সম্ভাব্য আপনদের আঘাত সয়েও টিকে থাকতে পারে।

৩.১.১. আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা

একটি নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ করে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ ও তাপমাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হলো আবহাওয়া পূর্বাভাস। বিভিন্ন প্রয়োজনে আবহাওয়া পূর্বাভাস জরুরি। তবে এর মূল উদ্দেশ্য হলো জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা। আবহাওয়া পূর্বাভাসে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দিলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

সতর্ক বার্তা হলো ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠীকে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আগাম জানানোর জন্য তথ্য সরবরাহ করা। এর উদ্দেশ্য হলো-

- আসন্ন ঝুঁকির ধরণ ও তার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জানানো;
- আসন্ন ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য পরামর্শ প্রদান; এবং
- আসন্ন ঝুঁকি পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান।

সতর্কবার্তা দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ কৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটা কার্যকর করতে হলে এই ব্যবস্থার সব স্তরের লোকজনকে একস্ত্রে যুক্ত করতে হবে। এদের মধ্যে রয়েছে দক্ষ বিশেষজ্ঞ, জন প্রশাসন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী। সময়মতো, সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও বোধগম্য তথ্য প্রবাহ খুবই জরুরি।

পূর্বসতর্কীকরণে চারটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো-

ঝুঁকি সম্পর্কে জানা- আপদ ও বিপদাপন্নতা উভয় থেকেই ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। ঝুঁকির ধরণ ও প্রবণতা জানা থাকলে পূর্বসতর্কীকরণের জন্য কী করা দরকার তা বোঝা যায়। ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকির প্রবণতা জানা যায়।

সতর্কীকরণ সেবা- সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটা কার্যকর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থাকতে হবে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে আপনদের লক্ষণগুলো মনিটরিং করতে হবে। বহুবিধ আপনে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক সংস্থা সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বেশি কার্যকর হয়।

যোগাযোগ ও প্রচার- ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে স্পষ্ট ও বোধগম্য বার্তা পাঠাতে হবে। বার্তা অনুসারে যাতে কাজ করতে পারে সেই জন্য বার্তায় দরকারি তথ্য থাকা জরুরি। জাতীয়, আঞ্চলিক ও জনগোষ্ঠীতে বার্তা প্রচারের জন্য আগে থেকেই যোগাযোগের মাধ্যম নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সতর্ক বার্তা জারি করার জন্য একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে।

সাড়া প্রদান সক্ষমতা - ঝুঁকি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি এবং সতর্কবার্তা অনুসারে করণীয় কী তা-ও তাদের জানা থাকা দরকার। জনশিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে এসব বিষয়ে জানানো যেতে পারে।

জনকেন্দ্রিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থার চারটি উপাদান

১. ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান

- সুপরিকল্পিতভাবে তথ্য সংগ্রহ ও ঝুঁকি নিরূপণ
- আপদ ও বিপদাপন্নতাগুলো ভালভাবে জানা
- এর উপাদানগুলোর বিন্যাস ও প্রবণতা কিরূপ?
- ঝুঁকি মানচিত্র ও তথ্যসমূহ কি সহজলভ্য?

২. প্রায়োগিক পরিবীক্ষণ ও সতর্কীকরণ সেবা

- বৈশ্বিক থেকে জনগোষ্ঠী পর্যায় পর্যন্ত আপদ পরিবীক্ষণ ও সতর্কীকরণ সেবা
- সঠিক বিষয়গুলো কি পরিবীক্ষণ হচ্ছে?
- পূর্বাভাস প্রদানের জন্য কি কোন বৈজ্ঞানিক ও আর্থ-সামাজিক ভিত্তি আছে?
- সঠিক ও সময়মত সতর্কবার্তা দেয়া কি সম্ভব হয়?

৩. সাড়াদান সক্ষমতা

- জাতীয় ও জনগোষ্ঠীর সাড়াদান সক্ষমতা গড়া
- সাড়াদান পরিকল্পনা কি হালনাগাদ ও পরাক্রিত?
- স্থানীয় সক্ষমতা ও জ্ঞান কি লাগানো হয়?
- জনগণ কি প্রস্তুত ও সতর্কবার্তায় সাড়া দিতে পারে?

৪. বিতরণ ও যোগাযোগ

- ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য ও সতর্কবার্তা আদান-প্রদান
- ঝুঁকিপূর্ণ সকলেই কি সতর্কবার্তা পায়?
- ঝুঁকি ও সতর্কবার্তা কি ভালভাবে বোঝা যায়?
- সতর্কীকরণ তথ্য কি স্পষ্ট ও ব্যবহারোপযোগী?

৩.১.২. বাংলাদেশে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ আবহাওয়া দণ্ডের (বিএমডি) আধুনিক ও উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিয়মিত ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে এবং একটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করে। এই দণ্ডের অনেক ধরণের পূর্বাভাস প্রদান করে, যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্যা পূর্বাভাস ও সুনামি সতর্কবার্তা বিশেষ জরুরি।

৩.১.১.১. ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা

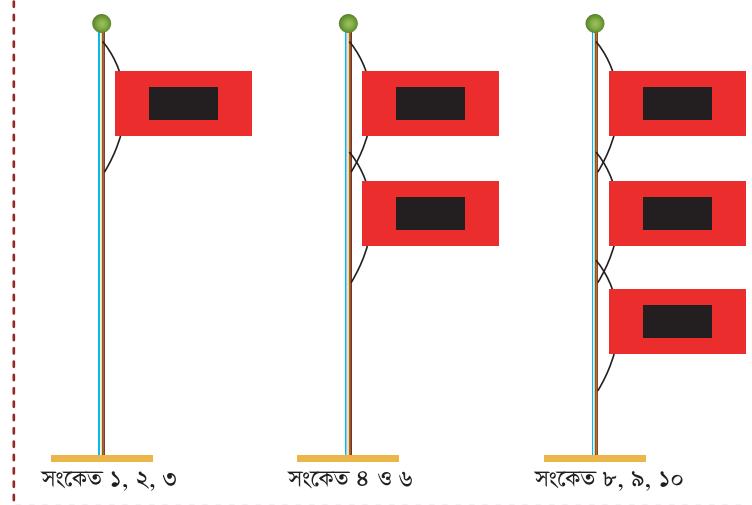
বিএমডি এই সতর্কবার্তা জারি করে। এই ব্যবস্থায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি নিম্নচাপ ও তার বিকাশ, বিস্তার ও গতিপথ নিরবিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এর সম্ভব্য ঝুঁকি সম্পর্কে নিয়মিত আগাম তথ্য প্রচার করা হয়। ১নং থেকে ১০নং (বর্তমানে ৫নং ও ৭নং বাদে), আটটা সংকেতের মাধ্যমে আসন্ন ঝড়ের সম্ভাব্য তীব্রতা, অবস্থান ও গতিপথ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য অনুরূপ মাধ্যমে এই সংকেত প্রচার করা হয়।

- ১ নং সংকেত- গভীর সমুদ্রে বন্দর থেকে দূরে, ঝড়ো হাওয়া (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার)।
- ২ নং সংকেত- গভীর সমুদ্রে বন্দর থেকে দূরে, ঝড় (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার)।
- ৩ নং সংকেত- বন্দর এলাকায় ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার)।
- ৪ নং সংকেত- বন্দর এলাকায় হাঙ্কা তীব্রতার ঝড়ের সম্ভাবনা (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার)।
- ৫ নং সংকেত- বন্দর এলাকায় মাঝারি তীব্রতার ঝড়ের সম্ভাবনা (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার)।
- ৮ নং, ৯নং ও ১০ নং সংকেত- বন্দর এলাকায় প্রচণ্ড ঝড়ের সম্ভাবনা (৮নং - বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৮৯-১১৭ কিলোমিটার; ৯নং - বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮-১৭০ কিলোমিটার; ১০নং বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৭১ কিলোমিটার বা তার বেশি)।
- ১১ নং সংকেত- এটি দিয়ে জানানো হয় যে, আবহাওয়া কেন্দ্রের সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাব এলাকায় প্রতাকার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংকেত জানানো হয়।

- ১ প্রতাকা- ১নং থেকে ৩নং সংকেত। এসময়ে জনগোষ্ঠীর করণীয়, আবহাওয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করা ও নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা শোনা।
- ২ প্রতাকা- ৪নং থেকে ৬নং সংকেত। এসময়ে জনগোষ্ঠীর করণীয়, নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।
- ৩ প্রতাকা- ৮নং থেকে ১০নং সংকেত। এসময়ে জনগোষ্ঠীর করণীয়, নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়া।

রেডিও ও টেলিভিশনে সাধারণভাবে প্রচার ছাড়াও, সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীতে প্রচারের জন্য আবহাওয়া দণ্ডের জেলা প্রশাসক ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বরাবর সতর্কবার্তা পাঠায়। জেলা কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে এই বার্তা পাঠায়। আর উপজেলা কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে এই সতর্কবার্তা পাঠায়।



৩.১.২.২. বন্যা পূর্বাভাস

ফ্লাইড ফোরকাস্টিং এ্যান্ড ওয়ার্নিং সেন্টার (এফএফড্রিওসি) বর্ষা মৌসুমে নিয়মিতভাবে দেশের একশ একটা স্থানে প্রতিদিন নদীর পানির উচ্চতা পরিমাপ করে এবং আবহাওয়া দণ্ডের প্রচারিত তথ্য ও উপগ্রাহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র বিশ্লেষণ করে। এর ভিত্তিতে এফএফড্রিওসি প্রতিদিন পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিপদসীমার তুলনায় একশ একটা স্থানে নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি বা হ্রাস সম্পর্কে এক থেকে তিন দিনের আগাম তথ্য প্রচার করে। এফএফড্রিওসি দশ দিনের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে; তবে এ বিষয়ে, সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য কার্যকর ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি।

এফএফড্রিওসি ওয়েবের সাইটের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস প্রকাশ করে; এবং ই-মেইল ও ফ্যাক্স এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল দণ্ডের, সকল জেলা প্রশাসকের অফিস ও তালিকাভুক্ত এনজিও বরাবর পাঠায়। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই পূর্বাভাস পায় এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পাঠায়। তবে তালিকাভুক্ত হলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এফএফড্রিওসির কাছ থেকে সরাসরি ই-মেইলে পূর্বাভাস পেতে পারে।

৩.১.২.৩. সুনামি সতর্কবার্তা

বাংলাদেশ আবহাওয়া দণ্ডর পিটিডলিওসি এবং জেএমএর সাথে সংযুক্ত। এই সংস্থা দুটি সুনামি সতর্কবার্তা প্রচার করে। ভারত মহাসাগরের সুনামি সতর্কবার্তা জারি হলে বাংলাদেশ আবহাওয়া দণ্ডর এই বার্তা সাইক্লোন সতর্কবার্তা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পাঠায়। তবে এই ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

৩.১.২.৪. নদীভাঙ্গন পূর্বাভাস

ভূ-উপগ্রহ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নদীভাঙ্গনের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এটি এখন পর্যন্ত গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে।

৩.১.৩. দুর্যোগ সতর্কবার্তা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ কমিটির করণীয়

সতর্কবার্তা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হলো-

- সমগ্র ইউনিয়নকে সতর্কবার্তা ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য এমন একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা সম্ভাব্য আপদের আঘাত সংয়েও ঢিকে থাকতে পারে।
- সতর্কবার্তা চেইনের সকল অংশে অর্থাৎ বার্তা পাওয়া ও তা জনগোষ্ঠীতে প্রচার করার মধ্যে যতগুলো ধাপ আছে সবগুলোতে সংযোগ স্থাপন করা।
- সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত রাখা।
- সময়মত জনগোষ্ঠীতে নারী, পুরুষ, শিশু ও প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে সবার কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া।
- সতর্কবার্তা পেয়ে জনগোষ্ঠী যাতে সঠিকভাবে সাড়া দিতে পারে সেজন্য জনশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা।



অধিবেশন ৩.২

জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধার এবং অপসারণ

মূল বার্তা

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী দলকে কাজে লাগানো এবং এর তদারকি করা।
- অপসারণ কালে এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে মনিটরিং করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
- উদ্ধার কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনীকে ডাকা ও এ ব্যাপারে তাদেরকে জড়িত করা।
- স্বাভাবিক সময়ে সম্ভাব্য আশ্রয়স্থানগুলো চিহ্নিত করা এবং দুর্যোগের আগেই এখানে পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করে রাখা এবং দুর্যোগকালে স্থানীয় এনজিও ও অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা এবং এর তদারক করা।

৩.২.১. অপসারণ ও উদ্ধার

বড় ধরণের দুর্যোগের আশংকা দেখা দিলে উপদ্রুত এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হয়। যেমন- ঘূর্ণিবাড় আসন্ন হলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হয়। বন্যার সময় নিচু এলাকার লোকজনকে উঁচু কোন এলাকায় আশ্রয় নিতে হয়। দুর্যোগের আশংকায় সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকার লোকজনকে নিরাপদ এলাকায় সরানোর ব্যবস্থা হলো অপসারণ। তবে আপনি আঘাত হানার আগেই সবাই সময়মত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারেন। অনেকেই আটকে পড়ে বা নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে। যেমন- ঘূর্ণিবাড়ের কারণে জেলেরা সমৃদ্ধে নিখোঁজ হতে পারে। বন্যার সময় অনেকে পরিবার মাঝ নদীর চরে আটকে পড়তে পারে। ভবনধ্বনি অনেকে ভয়স্ত্রের মধ্যে চাপা পড়তে পারে। দুর্যোগ চলা কালে বা তার পরে এই আটকে পড়া বা নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে উদ্ধার করতে হয়। অপসারণ ও উদ্ধারের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবন বাঁচানো।

প্রাতিষ্ঠানিক সার্বিক অপসারণ ও উদ্ধার ব্যবস্থা এখনো বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি। ঘূর্ণিবাড়ের সতর্কবার্তা জারি হলে লোকজন নিজ দায়িত্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরিবারগুলো তৎক্ষণিকভাবে ঠিক করে কখন তারা নিজের বাড়ি ছেড়ে যাবে ও কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। সাইক্লন শেল্টারে প্রকৃতপক্ষে কী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে বা কতজন সেখানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য আসবে তা তারা জানতে পারেন। তাছাড়া, প্রয়োজনের তুলনায় সাইক্লন শেল্টারের সংখ্যা অনেক কম। তাই, পরিবারগুলো নিজের চেষ্টায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করে। নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থাও তারা নিজেরাই করে। বন্যার সময় চর এলাকাতেও একই অবস্থা। ঘরে পানি উঠতে শুরু করলে পরিবারগুলো ফ্লাড শেল্টার বা স্কুলঘরে আশ্রয় নেয়। বাঁধ, রাস্তা বা উঁচু কোন জায়গায় ছাপড়া তৈরী করে। ঘূর্ণিবাড় বা বন্যার সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার এসব কাজে পরিবারগুলো সাধারণত তাদের সামাজিক সম্পর্কজাল ব্যবহার করে ও একে অপরকে সাহায্য করে। কোন কোন এলাকায় স্থানীয় এনজিও লোকজনকে এ ব্যাপারে পরিবারগুলোকে সাহায্য করে। ঘূর্ণিবাড়ের পরে কখনও কখনও কোস্টগার্ড সমৃদ্ধে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে তৎপরতা চালায় বা সেনাবাহিনীর উদ্ধারকারীদল ভবনধ্বনি আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করার দায়িত্ব নেয়।

৩.২.২. অপসারণ ও উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

৩.২.২.১. জানানো ও সময়ানুবর্তিতা

জরুরি সতর্কবার্তার মাধ্যমে আসন্ন আপনি ও এ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর করণীয় কী তা জানানো হয়। অপসারণের জন্য স্থানীয়ভাবে আরও বিস্তারিত তথ্য জানানো জরুরি, যেমন- কারা এই বিপদের মধ্যে রয়েছে এবং কখন, কিভাবে ও কোথায় পরিবারগুলোকে সরে যেতে হবে। অপসারণের কাজে কী ধরণের সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কার মাধ্যমে ও কিভাবে পরিবারগুলো এই সহায়তা পাবে, এসব বিষয়ও জানানো দরকার। বিশেষ করে, নিরাপদ আশ্রয়গুলো কোথায়, কোন পরিবারগুলো কোন আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে, কোন পথ দিয়ে সেখানে যেতে হবে এবং আশ্রয়কেন্দ্রে কী ধরণের সুযোগ সুবিধা আছে তাও জানা দরকার। তাছাড়া, এসব তথ্য ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সময়মত জানাতে হবে। এতে লোকজনের উদ্বেগ কম হবে ও শুরুলার সাথে অপসারণ করা সহজ হবে।

অপসারণের লক্ষ্য সবাইকে সময়মত জানানোর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি অপরিহার্য। যারা অপসারণ পরিচালনা করবে তাদের প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। তাদেরকে জানতে হবে অপসারণের জন্য কী বন্দোবস্ত আছে। একটা কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা দরকার যাতে এরা হালনাগাদ অবস্থা জানতে পারে ও তা আপনি কবলিত জনগোষ্ঠীকে সময়মত জানাতে পারে।

উদ্ধার কাজে, যেমন- ভবনধ্বনি চাপা পড়া বা অগ্নিকান্ডে বহুতল ভবনে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারের সময় কী সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ও এ বিষয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তির কী করণীয় তা জানানো আরও বেশি জরুরি। কারণ এর উপর উদ্ধার কাজের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে। অপসারণ বা উদ্ধার সম্পর্কে জানানো এবং অপসারণ বা উদ্ধারের কাজ শুরু করা, দুটোই সময়মত করতে হয়। এ ব্যাপারে দেরি করলে এতে আর তেমন সুফল পাওয়া যায়না।

৩.২.২.২. জর়ির আশ্রয়

অপসারণের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকা খুবই জর়ির। পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসাবে এই আশ্রয়গুলো নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সতর্কবার্তা জারি হওয়ার সাথে সাথে চালু করতে হবে। নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো-

- আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত থাকবে। পরিচালনা ও সেবা দানের জন্য সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকা জরুরি। এছাড়াও, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর জন্য আচরণবিধি থাকতে হবে।
- বুঁকিগ্রাস সকল পরিবারের স্থান সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক আশ্রয় স্থানের ব্যবস্থা ও প্রত্যেক পরিবারের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করা দরকার। সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে সকলের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক ব্যক্তি, বিশেষ করে নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা দরকার। নারী ও শিশু যাতে নির্যাতন বা যৌন হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

উপকূল অঞ্চলের অনেক গ্রামে সাইক্লন শেল্টার তৈরী করা হয়েছে। এগুলো খুব মজবুত করে বানানো দালান। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা দেওয়া হলে স্থানীয় লোকজন এগুলোতে আশ্রয় নেয়। অনুরূপভাবে, বন্যা প্রবণ এলাকার অনেক গ্রামে খানিকটা জায়গা উঁচু করে ফ্লাড শেল্টার বানানো হয়েছে। বন্যার সময় নিজের ঘরবাড়ি ঢুবে গেলে লোকজন এখানে এসে অস্থায়ীভাবে বাস করে। বছরের অন্যান্য সময়ে সাইক্লন শেল্টার বা ফ্লাড শেল্টার থামের লোকের বা থামের কোন প্রতিষ্ঠান অন্য কাজে ব্যবহার করে।

দরকারের সময় (সাইক্লন বা বন্যা আসল হলে) এসব শেল্টার যাতে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করা যায় সেজন্য সারা বছর এর তদারিক করা দরকার। বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আশ্রয়কেন্দ্রে দরকারের সময় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা কার্যকর থাকে।

৩.২.২.৩. জর়ির চিকিৎসা সেবা

অপসারণ ও উদ্ধারের সাথে জর়ির চিকিৎসা সেবা থাকা অপরিহার্য। বিশেষ করে, উদ্ধারকৃত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা নাজুক থাকে বা তারা আহতও হতে পারে; তাছাড়া, এরা মানসিকভাবেও দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে। অপসারণ ও উদ্ধার কর্মীর প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং তাদের সাথে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ওষুধ থাকা দরকার। উদ্ধার ও অপসারণ কাজে সহায়তা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ওষুধসহ জর়ির স্বাস্থ্যসেবা দল দরকার হয়। এরা উদ্ধার বা অপসারণের পূর্বে আশ্রয়কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা দেয়। এছাড়াও, মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য কাউন্সিলিং এর প্রয়োজন হতে পারে। এর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাকর্মী দরকার।

৩.২.২.৪. নারী, শিশু, বৃন্দ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

অপসারণকালে নারী, শিশু, বৃন্দ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। সামাজিক কারণে এদের বিপদ্ধাপন্নতা অন্যদের তুলনায় বেশি। নারী, শিশু, বৃন্দ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে অপসারণ বা উদ্ধার কাজ চালানো উচিত। তাছাড়া এদের চাহিদাও থাকে ভিন্ন। শিশুকে কখনই তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা।

নারীর বিশেষ চাহিদা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনগুলো মেটানোর প্রচেষ্টা নিতে হবে। নারী সব সময়ই যৌন হয়রানির বুঁকিতে থাকে, দুর্যোগকালে এই বুঁকি বল্পুণ বেড়ে যায়। অপসারণকালে নারীর মর্যাদা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিশেষ জরুরি। স্বেচ্ছাসেবী ও উদ্ধার কর্মীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

৩.২.২.৫. শৃঙ্খলা ও দক্ষতা

অপসারণ ও উদ্ধার দল ভিত্তিক কাজ; এই কাজে শৃঙ্খলা ও বিশেষ দক্ষতা দরকার হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী নিয়ে গঠিত সুশৃঙ্খল দলের সাহায্যে অপসারণ বা উদ্ধার কাজ চালানো উচিত। অদক্ষ কর্মীর মাধ্যমে উদ্ধার কাজ করা বিপদ্ধজনক। এভাবে সাধারণত উদ্ধার কাজ সফল হয়না; উপরন্ত, এতে অনেক সময় উদ্ধারকারী নিজেই বিপদে পড়ে। তাই, অপসারণ ও উদ্ধার কাজের জন্য দক্ষ বাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবী দলকে ডাকা হয়। পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ বাহিনী তৈরী করা হয়।

৩.২.৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী দলকে কাজে লাগানো এবং এর তদারকি করা।
- স্থানীয় এনজিও ও অন্য সংস্থার সহায়তায় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা এবং এর তদারক করা।
- উদ্ধার কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনীকে ডাকা ও এ ব্যাপারে তাদেরকে জড়িত করা।
- স্বাভাবিক সময়ে সম্ভাব্য আশ্রয়স্থানগুলো চিহ্নিত করা এবং দুর্যোগের আগেই এখানে পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করে রাখা।
- প্রয়োজনের সময় যাতে স্বেচ্ছাসেবী দল ও বিশেষায়িত বাহিনীকে কাজের জন্য পাওয়া যায় সেই জন্য স্বাভাবিক সময়ে এদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা।



অধিবেশন ৩.৩

ক্ষতি, বিষ্ণ ও দুর্দশা নির্ধারণ

মূল বার্তা

- দুর্যোগ ঘটার পরপরই জরুরি মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার জন্য খাতওয়ারি ক্ষতি ও চাহিদা দেখা হয়।
- সঠিক ও কার্যকরভাবে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করতে হলে সময়মতো, প্রাসঙ্গিক, প্রতিনিধিত্বমূলক, নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছতার সাথে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- আপদ ঘটার এক ঘন্টার মধ্যে ইউনিয়ন থেকে এসওএস ফরম অনুযায়ী ক্ষতি ও তাৎক্ষণিক চাহিদার তথ্য সংগ্রহ এবং উপজেলা পর্যায়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা ইউডিএমসি'র অন্যতম দায়িত্ব।

৩.৩.১. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের জন্য সহায়তা দরকার হয়। পাশাপাশি দুর্যোগের ক্ষতি পুষিয়ে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্যও সাহায্য দরকার হতে পারে। জনগোষ্ঠী দুর্যোগের কারণে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের কী ধরণের সহায়তা প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারগুলো কী, তা জানার জন্য চাহিদা ও ক্ষতি নিরূপণ করা হয়। ক্ষতি নিরূপণের মাধ্যমে দুর্যোগ কতটা ভয়াবহ ও বিস্তৃত তা জানা যায়; যেমন- কতটা এলাকাজুড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে; কতজন আহত বা নিহত হয়েছে; সম্পদ ও ভৌতিকাঠামোর কতটা ক্ষতি হয়েছে। আর চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর দুর্দশার মাত্রা জানা যায়। যেমন তাদের জীবন, জীবিকা, মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কী ধরণের ঝুঁকিতে আছে; মৌলিক চাহিদাগুলো কতটা মেটাতে পারছে এবং কোন ধরণের সহায়তা তাদের প্রয়োজন। মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম কতটা কার্যকর হবে তা সঠিক ও সময়মত ক্ষতি এবং চাহিদা নিরূপণ করার উপর নির্ভর করে।

দুর্যোগ ঘটার পরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এটা করা হয় জরুরি মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার জন্য। এর মাধ্যমে যে সব বিষয় জানার চেষ্টা করা হয় তা হলো-

- দুর্যোগের মাত্রা ও ব্যাপকতা;
- জনগোষ্ঠীর উপর আপদের প্রভাব;
- পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা;
- তাৎক্ষণিক কী জরুরি সহায়তা দরকার ও কিভাবে এই সহায়তা দেওয়া যেতে পারে;
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কী কাজ করা জরুরি;
- কোন এলাকায় বিস্তারিত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা দরকার হবে ও এতে কী দেখা দরকার;
- আরও কোন ঝুঁকির উভয় হচ্ছে কি না;
- বাইরে থেকে সাহায্য আনার দরকার আছে কি না।

দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার জন্য বিস্তারিত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এতে খাতওয়ারি ক্ষতি ও চাহিদা দেখা হয়। এর মাধ্যমে যে সব বিষয় জানার চেষ্টা করা হয় তা হলো-

- পুনর্বাসন কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুযোগ কী আছে;
- প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন কাজের জন্য কী সামগ্রী ও কী পরিমাণ অর্থ দরকার হতে পারে;
- মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ;
- সমাজ কাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি;
- ত্রাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচীর যোগসূত্র;
- ত্রাণ কার্যক্রম চালু রাখা দরকার কি না;
- বাইরের সাহায্য দরকার হবে কি না।

৩.৩.২. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে বিবেচ্য বিষয়

৩.৩.২.১. কার্যকর ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ একটি চলমান ও আবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে সাড়া প্রদান ও সব ধরণের সহায়তা দানের পরিকল্পনা করা হয়। সঠিক ও কার্যকরভাবে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করতে হলো যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হলো-

সময়মত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা - এলাকায় উপস্থিত থেকে ও সরেজমিনে দেখে করতে হয়। আর যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এই কাজটা করতে হয়। কারণ, ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করতে যত দেরি হবে, সহায়তা প্রদানেও ততো দেরি হবে। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বেশি দিন ধরে দুর্দশা ভোগ করবে।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা- দুর্যোগের ক্ষতি ও এ সময়ে জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলো বোঝার জন্য যে বিষয়ে এবং যে পরিমাণ তথ্য দরকার, শুধুমাত্র সেই তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। এতে সময়, সম্পদ ও পরিশ্রম বাঁচে। তাছাড়া, বেশি তথ্য সংগ্রহ করলে তা বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে ও সহায়তা প্রদান পরিকল্পনা তৈরীতে ব্যাধাত ঘটে। এই প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করে ক্ষতি বা চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যের উপর। যেমন, ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবে জরুরি মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য বয়স, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থানভেদে কত জন ভুক্তভোগী এবং কোন ধরণের সেবা ও সুযোগের ঘাটতি দেখা দিয়েছে, জানলেই চলে; এর জন্য খাতওয়ারি বিস্তারিত ক্ষতির সুনির্দিষ্ট পরিমাণ জানা দরকার।

প্রতিনিধিত্বমূলক উপাস্ত- যথা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করতে হয় বলে পুরো এলাকার বা প্রত্যেক ভুক্তভোগীর বিষয়ে তথ্য নেওয়া সম্ভব হয়না। তাই আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বা এলাকার অংশবিশেষ থেকে ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তবে জনগোষ্ঠী বা এলাকার অংশবিশেষের আকার ও ধরণ এমন হতে হবে যাতে এই নমুনা থেকে পুরো এলাকা ও সমগ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নমুনা আকারে বেশি ছোট হলে এ থেকে সকলের অবস্থা অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার, আক্রান্ত এলাকার এক কোণা থেকে তথ্য নিলে এলাকার সমগ্র অংশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

নির্ভরযোগ্য তথ্য- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উপকরণ এমন হতে হবে যাতে পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করা যায়। অসমর্থিত বা অতিরিজিত তথ্য সহায়তা কার্যক্রমকে ভুল পথে পরিচালিত করে। তাই, তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা বিশেষ জরুরি; এবং খুব শুরুলার সাথে ও নিয়মে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত।

স্বচ্ছতার সাথে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার- কী উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং কী ধরণের তথ্য দরকার তা খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার। তা না হলে যারা তথ্য জানাবে তারা বিভ্রান্ত হতে পারে ও বিষয় সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারে। আবার, কোথা থেকে ও কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট না হলে সহায়তা প্রদান পরিকল্পনায় বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। যেমন, সরাসরি ভুক্তভোগী নারীর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তথ্য নেওয়া হয়েছে, না কি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভুক্তভোগী নারী সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানতে না পারলে যারা সহায়তা পরিকল্পনা তৈরী করে তারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে পারে।

৩.৩.২.২. তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও স্যাটেলাইট ইমেজ। এছাড়াও সেকেন্ডারি তথ্য বা পূর্বে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও সেকেন্ডারি তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

পর্যবেক্ষণ- এলাকায় উপস্থিত হয়ে সরেজমিনে দেখে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি হলো পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

সাক্ষাৎকার- আক্রান্ত এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে ক্ষতি ও চাহিদা বিষয়ে তথ্য জোগাড় করার পদ্ধতি হলো সাক্ষাৎকার।

সেকেন্ডারি তথ্য- বিভিন্ন সময়ে জরিপ, সমীক্ষা, গবেষণা ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রশাসনের সকল স্তরের কার্যালয়ে এবং পরিসংখ্যান বিভাগে মজুদ আছে। যেমন, উপজেলা বা ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা, পরিবারের সংখ্যা, নারীর সংখ্যা, শিশুর সংখ্যা, শিক্ষার হার, জমির পরিমাণ, বার্ষিক কৃষি পণ্যের উৎপাদন বা গবাদি পশুর সংখ্যা। ক্ষতি বা চাহিদা নিরূপণে এসব তথ্য পুনরায় জরিপ বা সমীক্ষা করার দরকার হয়না। তথ্যভান্ডার থেকে প্রয়োজনমত তথ্য নিলেই চলে।

৩.৩.২.৩. ক্ষতি ও চাহিদার প্রতিবেদন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নির্দেশিত এসওএস ফরমের মাধ্যমে ক্ষতি ও তাংক্ষণিক চাহিদা নিরূপণের প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। এই প্রতিবেদন আপদের ঘটনা ঘটার এক ঘট্টার মধ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে তৈরী করা হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সংকলন করে মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানো হয়। এসওএস ফরমের (পরিশিষ্ট ৪) মাধ্যমে আনুমানিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোক, বিধ্বস্ত বাড়ি ও মৃত ব্যক্তির সংখ্যা জানানো হয় এবং কী ধরণের সহায়তা প্রয়োজন (যেমন, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, খাবার পানি, তৈরী খাবার, জামাকাপড় ও জরুরি আশ্রয়) তা জানানো হয়।

এই দ্রুত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের পরে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত ডি ফরমের (পরিশিষ্ট ৫) মাধ্যমে বিশদ জরিপের প্রতিবেদন তৈরী করা হয় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ত্রাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানো হয়। ডি ফরমের মাধ্যমে বিস্তারিত ও খাতওয়ারি ক্ষতির প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। যেমন, ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা এবং গবাদি পশু, হাঁসমুরগি, ফসল, মৎস্য খামার, নলকূপ, পুরু, জলাশয়, সড়ক, বাঁধ, বন, বিদ্যুৎ, তার ও টেলিয়োগায়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রত্বরি ক্ষতি।

৩.৩.৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

এ বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়'র মধ্যে রয়েছে-

- আপদ ঘটার এক ঘন্টার মধ্যে এসওএস ফরম অনুযায়ী ক্ষতি ও তাৎক্ষণিক চাহিদার তথ্য সংগ্রহ করা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ বিভাগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
- ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করা।
- ডি ফরম অনুযায়ী খাতওয়ারি ক্ষতির প্রতিবেদন তৈরী করা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ বিভাগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
- ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা- নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বাড়ানো।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে এসওএস ফরম ও ডি ফরম অনুযায়ী ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা ও এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন যথাযথভাবে ত্রাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে দ্রুত পাঠানোর জন্য আন্তঃঙ্গ ও আন্তঃবিভাগ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।



অধিবেশন ৩.৪

মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা

মূল বার্তা

- তৎক্ষণিকভাবে দুর্যোগ আক্রান্ত লোকজনকে বাঁচানো বা তাদের দুর্দশা কমানোর জন্য মানবিক সহায়তা এবং সেবাসমূহ ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম পুনরায় সচল করার জন্য পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া হয়।
- দুর্যোগ আক্রান্ত গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষতি, দুর্দশা ও চাহিদা ভিন্ন, তাই লক্ষ্যভুক্তিকরণে বৈচিত্র্য বিবেচনয়ায় নিয়ে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংখ্যালঘু শ্রেণীর সদস্যদের কাছে দক্ষতার সাথে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যায়।
- দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের মর্যাদপূর্ণ জীবনের অধিকার আছে যার মূল কথা হলো বিপদাপন্ন অবস্থায় বাঁচার জন্য যা কিছু দরকার, অধিকার হিসাবে দুর্যোগ পীড়িত ব্যক্তির তা প্রাপ্য এবং দুর্যোগ পীড়িতদের ন্যায়পরায়ণতার সাথে ও নিরপেক্ষভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব হলো সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সাহায্য সংস্থার।

৩.৪.১. মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন

দুর্যোগের কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং দুর্যোগ আক্রান্ত লোকজন কষ্ট ও দুর্দশায় পড়ে। এসময়ে জনগোষ্ঠীকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য মানবিক সহায়তা খুবই জরুরি। সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সংস্থাগুলো এই সহায়তা প্রদান করে থাকে। তৎক্ষণিকভাবে দুর্যোগ আক্রান্ত লোকজনকে বাঁচানো বা তাদের দুর্দশা কমানোর জন্য জরুরি চিকিৎসা, খাবার, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, পোশাক, তৈজসপত্র ও অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। দুঃস্থ ব্যক্তি বা পরিবারগুলো ত্রাণ হিসাবে সরাসরি এই সেবা পায়। এরপর, সেবাসমূহ ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম পুনরায় সচল করার জন্য পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া হয়। যেমন, রাস্তাঘাট মেরামত করা; স্থুলকলেজের ভৌত কাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ। চাষাবাদ আবার শুরু করার জন্য কৃষকদের মধ্যে বীজ, সার, কৃষি উপকরণ বা নগদ টাকা বিতরণ করা হয়। অনুরূপভাবে, জেলেদের জন্য জাল, গোৱা ও মাছ ধরার সরঞ্জাম বা দিনমজুরের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হয়। স্বভাবতই, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সব মানুষের দুর্দশা একই রকম থাকেনা এবং সকলের একই ধরণের সাহায্য দরকার হয়না। তাছাড়া, সহায়তার চাহিদার তুলনায় অর্থ-সম্পদ সব সময়ই কম পাওয়া যায়। তাই, লক্ষ্যভুক্তিকরণের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। বেশি সহায়তা যাদের দরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করা হয়- এরাই শুধু সহায়তা পায়। এর ফলে সম্পদের অপচয় কম হয়।



ছবি: মানবিক সহায়তা - স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

৩.৪.২. মানবিক চাহিদা পূরণে বিবেচ্য বিষয়

৩.৪.২.১. লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য

লক্ষ্যভুক্তিকরণ- লক্ষ্যভুক্তিকরণ হলো চাহিদা অনুসারে ও নিরপেক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের উপায়। এর উদ্দেশ্য হলো সীমিত সম্পদ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিপদাপন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষতার সাথে সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া। লক্ষ্যভুক্তিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে; যেমন-

জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্তিকরণ- এই পদ্ধতিতে, জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী কারা সহায়তা পাবে আর কারা পাবেনা তা ঠিক করা হয়। এতে অন্ত সময়ে ও কম পরিশ্রমে সহায়তা প্রদানের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করা যায়। তবে, জনগোষ্ঠীর পরামর্শ গ্রহণ ও লক্ষ্যভুক্তিকরণের সিদ্ধান্তের সাথে তাদের ঐকমত্য নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ, ছেলে ও মেয়ে এবং জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক শ্রেণীর পরিবারগুলোকে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। তা না হলে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অনেক বিপদাপন্ন পরিবারকে তালিকায় নাও রাখতে পারে।

প্রশাসনিক লক্ষ্যভূক্তিরণ- এই পদ্ধতি মানবিক সংস্থা নির্দেশক ও সূচক ব্যবহার করে সংস্থার কর্মীদের মাধ্যমে জরিপ করে অগাধিকারের তালিকা তৈরী করে। এভাবে প্রকৃত বিপদাপন্ন পরিবারগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে, এই প্রক্রিয়া বেশ সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাছাড়া, বাইরের থেকে এসে নতুন জায়গায় এ ধরণের কাজ করতে অনেক ভুলভুলি হতে পারে।

স্বলক্ষ্যভূক্তিরণ- এই পদ্ধতিতে দুর্শিক্ষাটি ব্যক্তি বা পরিবার স্বেচ্ছায় সহায়তা নিতে আসে। সহায়তার ধরণ বা এর বিতরণ ব্যবস্থা এমন হয় যে, যাদের সহায়তার প্রয়োজন শুধুমাত্র তারাই সহায়তা নিতে আসে। যেমন, জরুরি চিকিৎসা কেন্দ্র বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য।

লক্ষ্যভূক্তিরণের শর্তগুলো সাধারণত সমাজ, পরিবার বা ব্যক্তির বিপদাপন্নতার স্তর ও মাত্রার সাথে সম্পর্কিত, যা নির্ধারিত হয় দুর্যোগের কারণে সৃষ্টি ঝুঁকি ও সহায়তা গ্রহীতার দুর্যোগ মানিয়ে চলার ক্ষমতার নিরিখে। ত্রুটিপূর্ণ লক্ষ্যভূক্তিরণের শর্ত ও কৌশল অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তির মর্যাদাকে খাটো করতে পারে, সুতরাং এটি এড়ানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বৈচিত্র্য- দুর্যোগ আক্রান্ত গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষতি, দুর্দশা ও চাহিদা ভিন্ন হতে পারে তাই লক্ষ্যভূক্তিরণে বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে হয়। বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংখ্যালঘু শ্রেণীর সদস্য যাতে বাদ পড়ে না যায়।

নারী- প্রথাগতভাবে সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের থেকে ভিন্ন। সাধারণত নারীকে পরমের অধিক্ষেত্রে মনে করা হয় এবং তার চলাফেরার উপরে অনেক ধরণের বিধিনিয়েধ থাকে। তাছাড়া, নারীর বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা। লক্ষ্যভূক্তিরণের সময় এসব বিষয় বিবেচনা করা দরকার। তা না হলে এরা বঞ্চনার শিকার হতে পারে।

শিশু- শারীরিক ও সামাজিকভাবে শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় দুর্বল। মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য এরা বড়দের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, স্বাভাবিক বিকাশের জন্য তাদের বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- শিক্ষা ও বিনোদন। লক্ষ্যভূক্তিরণে শিশুর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি- এদের শারীরিক, ইন্দিয় বা আবেগজনিত সীমাবদ্ধতা থাকে। সাধারণত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমাজের বোৰ্ডা মনে করা হয়। এরা সমাজে ও পরিবারে অবহেলার শিকার হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ কিছু চাহিদা থাকে এবং এদেরও সহায়তা পাওয়ার ও মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার আছে। এমনভাবে লক্ষ্যভূক্ত করা উচিত যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাদ না পড়ে।

সংখ্যালঘু গোষ্ঠী- সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীর সাথে সংখ্যালঘুদের প্রথা ও সামাজিক আচরণে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। কোন কোন সমাজে এরা প্রাক্তিক অবস্থানে বাস করে। এই কারণে, লক্ষ্যভূক্তিরণে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা বাদ পড়ে যেতে পারে।

৩.৪.২.২. দুর্যোগ পীড়িত মানুষের অধিকার ও মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান

মানবিক সংগঠনগুলো বিশ্বাস করে যে, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে মানবিকতার মূলনীতি। এর মূল কথা হলো বিপদাপন্ন অবস্থায় বাঁচার জন্য যা কিছু দরকার, অধিকার হিসাবে দুর্যোগ পীড়িত ব্যক্তির তা প্রাপ্ত্য। ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা লাঘব ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করা মানবিক সংগঠনগুলোর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই বিশ্বাস ও এ বিষয়ে জবাবদিহিতার অঙ্গীকার হিসাবে মানবিক সংগঠনগুলোর একটা দল এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মানবিকতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেছে ও দুর্যোগ কালীন সহায়তার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেছে।

দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার আছে, এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মানগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এই মানগুলো গুণগত প্রকৃতির, সার্বজনীন; যে কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য। অভিজ্ঞতালঘু জ্ঞানের মাধ্যমে খাতওয়ারি সূচকের ভিত্তিতে কয়েকটি খাতে ন্যূনতম মানগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। খাতগুলোর মধ্যে আছে-

- ক) পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রসার;
- খ) খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি;
- গ) আশ্রয়, আবাসন ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী; এবং
- ঘ) স্বাস্থ্যসেবা।



ছবি: লক্ষ্যভূক্তিরণে নারী ও শিশু

এছাড়াও, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য সার্বজনীন ন্যূনতম মান এবং দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সুরক্ষার জন্য নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে। মানসম্মত সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার হিসাবে ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো দুর্যোগ পীড়িত মানুষের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে, মানবিক সহায়তার সেই লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্দেশ করে। ন্যূনতম মান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করার পাশাপাশি তা অর্জনের জন্য করণীয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা পরিমাপের জন্য সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.৪.২.৩. মানবিক সহায়তা কর্মীর আচরণ বিধি

মানবিক সংগঠনগুলো আশা করে যে, মানবিক সহায়তা কর্মী দুর্যোগ পীড়িত মানুষের মর্যাদা রক্ষা করবে এবং ন্যায়প্রায়ণতার সাথে ও নিরপেক্ষভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান করবে। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন একটা নীতিমালা তৈরী করেছে। মানবিক সহায়তা প্রদান কালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো এই নীতিমালা প্রয়োগ করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জড়িত আন্তর্জাতিক রেডক্রস/রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন ও এনজিও'র নীতিমালা

মানবিকতা : প্রথমেই আসে মানবিক দায়িত্বের বিষয়টি। সকল ধরণের মানবিক সাহায্য অধিকার ও সাহায্য প্রদান একটি মৌলিক মানবিক নীতিমালা যা বিশ্বের সকল দেশের নাগরিকদের জন্যই প্রযোজ্য। আক্রান্ত মানুষদের সাহায্য প্রদান করার বিষয়টি রাজনৈতিক বা পক্ষপাতমূলক নয় এবং এটি এভাবে দেখা উচিত নয়।

বৈষম্যহীনতা : ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সাহায্য দেওয়া হয়, কোনরকম পার্থক্য করা হয়না। শুধুমাত্র চাহিদার ভিত্তিতে সহায়তার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে, দুর্যোগ পীড়িত জনগণের চাহিদার পুরুষানুপুর্জ্ঞ নিরূপণ ও এই চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সামর্থ্য বিবেচনা করে আক্রান্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হবে।

নিরপেক্ষতা : বিশেষ কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবিক সাহায্য প্রদান করা হবেনা। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদ সমর্থন বা গ্রহণের শর্তে সাহায্য সরবরাহ বা বিতরণ করা যাবেনা।

স্বনির্ভরতা : আমরা কখনই সরকারের পরামর্শ নীতির হাতিয়ার হবেনা। আমরা শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে সাহায্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করবো, দাতা দেশের পণ্য সামগ্রীর উদ্বৃত্ত বিলি করা বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য মানবিক সাহায্য ব্যবহার করা যাবেনা।

স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা : আমরা সংস্কৃতি ও রীতিমালাকে শ্রদ্ধা করবো। যে দেশে বা জনগোষ্ঠীতে কাজ করবো সেখানকার সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো ও রীতিমালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো।

স্থানীয় সক্ষমতার প্রতি আস্তা : স্থানীয় সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা দুর্যোগ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করবো। স্থানীয় কর্মী নিয়োগ, স্থানীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় ও স্থানীয় কোম্পানীগুলোর সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে যেখানেই সম্ভব তাদের এই সামর্থ্যকে আমরা শক্তিশালী করবো।

কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ : সহায়তা কর্মসূচীর সুবিধাভোগীদেরকে কায়ক্রম ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করার উপায় বের করা হবে। দুর্যোগ সহায়তা কখনই দুর্দশা পীড়িত জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। সহায়তা কর্মসূচীর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত থাকলেই ত্রাণ কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বিপদাপ্লনতা হ্রাস : ত্রাণ সাহায্য অবশ্যই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভবিষ্যত দুর্যোগ জনিত বিপদাপ্লনতা হ্রাস করতে সচেষ্ট হবে। আমরা এমনভাবে ত্রাণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবো, যেন তা সুবিধাভোগীদের ভবিষ্যত বিপদাপ্লনতা সক্রিয়ভাবে হ্রাস করে ও টেকসই জীবনধারা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

জবাবদিহিতা : সাহায্য গ্রহণকারী মানুষ ও সাহায্যদাতা- উভয়ের কাছেই আমরা দায়বদ্ধ থাকবো। সাহায্যদাতা ও সাহায্য গ্রহীতাদের সাথে আমাদেরও সকল কার্যক্রম খোলামেলা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন : তথ্য, প্রচার ও বিজ্ঞাপন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ আক্রান্তদের আমরা মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করবো, অসহায় বস্তু হিসাবে নয়। দুর্যোগ সংক্রান্ত বার্তায় শুধুমাত্র আক্রান্তদের বিপদাপ্লনতা আর ভীতি নয়, তাদের আশা-আকাঞ্চার ও সক্ষমতার বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে দুর্যোগ পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আমরা তুলে ধরবো।

৩.৪.৩. মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধারে ইউডিএমসি'র করণীয়

- যতো দ্রুত সম্ভব ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদাগুলো বিবেচনায় নেওয়া।
- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্য যাতে লক্ষ্যভুক্তিকরণে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করা।
- মানবিক সহায়তা দানে ক) পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রসার; খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি; গ) আশ্রয়, আবাসন ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী; এবং ঘ) স্বাস্থ্যসেবার ন্যূনতম মানের আলোকে মানবিক সহায়তার প্রদানের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা।
- অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের তদারকি করা এবং আশ্রয় কেন্দ্রে নারী ও শিশুর সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
- স্থানীয় ও বহিরাগত মানবিক সহায়তা কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- মানবিক সংগঠনগুলোর কর্মীদের আচরণ রেডক্রস/রেড ক্রিসেন্টের আচরণ বিধিমালার আলোকে পরিবীক্ষণ করা।

সেকশন ৩: পরিশিষ্ট



ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির রূপরেখা

নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিতঃ

ক. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (১ জন)	: সভাপতি
খ. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ (১২ জন)	: সদস্য
গ. শিক্ষক প্রতিনিধি (১ জন)	: সদস্য
ঘ. ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী (৭ জন)	: সদস্য
ঙ. দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা প্রতিনিধি (১ জন)	: সদস্য
চ. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) প্রতিনিধি (১ জন)	: সদস্য
ছ. বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি (১ জন)	: সদস্য
জ. এন.জি.ও. এর প্রতিনিধি (৩ জন)	: সদস্য
ঝ. কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (২ জন)	: সদস্য
এও সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি/ সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি (২ জন)	: সদস্য
ট. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি (২ জন)	: সদস্য
ঠ. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (১ জন)	: সদস্য
ড. আনসার ও ভিডিপি প্রতিনিধি (১ জন)	: সদস্য
ঢ. ইউনিয়ন পরিষদের সচিব (১ জন)	: সদস্য সচিব

স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ ৩ জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

সভা :

কমিটি প্রতি মাসে সভায় মিলিত হবে। আপদকালীন সময়ে প্রতিদিন একবার এবং অবস্থার কিছু উন্নতি হলে প্রতি সপ্তাহে ১ বার সভায় মিলিত হবে।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ঝুঁকি ভ্রাসে

- পরিবার ও কমিউনিটি পর্যায়ে ঝুঁকি ভ্রাসে জনসাধারণ যেন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সাফল্যজনক দৃষ্টান্তসমূহ জনগণের মধ্যে প্রচার করা।
- আপদ বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিসমূহের বিশ্লেষণ করে ইউনিয়ন ঝুঁকি ভ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং এলাকা ভিত্তিক দুর্যোগসমূহের আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবেন।
- ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতি ঝুঁকিগ্রস্ত জনগণের জন্য স্বল্প মাঝারী ও দীর্ঘ মেয়াদী বিপদাপন্নতা ভ্রাস পরিকল্পনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

জরুরি সাড়া প্রদানে

ক) সতর্কবার্তা প্রদানকালে

- সতর্কবার্তা ও নিরাপত্তা বার্তা প্রচার করবেন। অপসারণের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপদাপন্ন মানুষকে নিরাপদ স্থানে অপসারণ করবেন। উদ্বারকারী দলের প্রস্তুতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে সীমাবদ্ধতাগ্রহে কাটিয়ে উঠার কার্যকর উদ্যোগ নিরবেন।
- জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করবেন, প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তা প্রদানে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকরা প্রস্তুত আছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

- আশ্রয়কেন্দ্রের পানির উৎস পর্যালোচনা করবেন, কোন গ্যাপ থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন যেন দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষ নিরাপদ পান পায়।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে জীবন রক্ষাকারী ঔষধসমূহের মজুত এবং সম্ভাব্য আক্রান্ত মানুষকে বিতরণের জন্য তা পর্যাপ্ত কিনা মূল্যায়ন করবেন।
- জরংরি কার্যক্রমের একটি চেকলিষ্ট তৈরী করবেন, কার্যকর সামগ্রী ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তা নিশ্চিত হবেন।

খ) দুর্যোগকালীন

- স্থানীয় ফ্যাসিলিটি দিয়ে জরংরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য উদ্ধার কাজের নির্দেশনা ও সহায়তা দিবেন।
- ডায়ারিয়া ও পানি বাহিত রোগ যেন ছড়িয়ে পরতে না পারে তার জন্য ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের কাছে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি (ট্যাবলেট) বিতরণ করবেন।
- সামাজিক ন্যায় বিচার যেন নিশ্চিত হয় সেই লক্ষ্যে ত্রাণ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করবেন।
- দুর্যোগের সময় স্থানীয় ও বাহিরের ত্রাণ কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।
- বিনষ্ট শস্য ও মৃত পশু পাখি দ্রুত পুঁতে ফেলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভাল রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও শারীরিক অক্ষম ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- মানুষকে প্রয়োজনীয় সম্পদ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সাহায্য করবেন। যেমন- গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি।

গ) দুর্যোগ পরবর্তী

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যৱৰো ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গাইডলাইন অনুসারে দুর্যোগের ফলে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করবেন তা উপজেলা কমিটিকে প্রেরণ করবেন।
- স্থানীয় এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পুনর্বাসন সামগ্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যৱৰোর গাইডলাইন অনুযায়ী বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। উপজেলা ও দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য সামগ্রীর হিসাব প্রেরণ করবেন।
- দুর্যোগের ফলে অপসারিত লোকজন যেন তাদের বাড়িতে ফিরে আসতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।
- কমিউনিটি ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ট্রিমাগ্রস্ত মানুষকে পরামর্শ/কাউন্সিলিং করবেন।
- দুর্যোগে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি যেন সঠিক ও তাৎক্ষণিক চিকিৎসা পায় তা নিশ্চিত করবেন, প্রয়োজনে কমিটি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সাহায্যের জন্য সুপারিশ করবেন।
- দুর্যোগ চলাকালীন ও পরবর্তী অবস্থার অভিজ্ঞতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ আলোচনার আয়োজন করবেন।
- উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি পরিবেশ - খুলনা বিভাগে ঘূর্ণিবাড়ের একটি কেইস স্টাডি

উত্তর ভারত মহাসাগরে ২০০৯ সালের ঘূর্ণিবাড়গুলোর মধ্যে আইলা ছিল দ্বিতীয় ঘূর্ণিবাড়। আইলা জোয়ারের সময় ৬.৫ মিটার উঁচু জলোচ্ছাস নিয়ে উপকূল অঞ্চলের ১১টা জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। জলোচ্ছাসের ফলে ১,৭৪২ কিলোমিটার প্রতিরক্ষা বাঁধ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল ও সমুদ্র তীরবর্তী চরগুলো নিচু ও সমতল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গড়ে প্রায় তিনি মিটার উঁচু। জোয়ারের সময় পশ্চিমে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় পানির উচ্চতা বাড়ে তিনি মিটার আর পূবে মেঘনার মোহনায় পানির এই উচ্চতা বেড়ে প্রায় পাঁচ মিটার হয়। চোঙের মতো তটরেখার কারণে ঘূর্ণিবাড় জনিত জলোচ্ছাসে এই বিপদাপ্লতা আরও বেড়ে যায়।

উপকূল অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বারংবার ঘূর্ণিবাড়ের কবলে পড়ে। আইলা ছাড়াও ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে সাইক্লোন বিজলি দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে আঘাত হেনেছিল। ২০০৮ সালের অক্টোবরে সাইক্লোন রেশমি ও একই বছর নভেম্বর মাসে সাইক্লোন সিডর এলাকায় আঘাত হানে। সাইক্লোন সিডরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় ও এতে ৪ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়। ১৯৭০ সাল থেকে এপর্যন্ত ৩৬ বার এই এলাকায় ঘূর্ণিবাড় আঘাত হেনেছে। এতে সর্বমোট প্রায় ৪৫০,০০০ মানুষ মারা গেছে।

আইলা আক্রান্ত এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি খুবই প্রকট। জনসংখ্যার তিনি ভাগের দুই ভাগ লোক গরীব; তারা জনপ্রতি দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালোরির কম খাদ্য শক্তি গ্রহণ করে। অর্ধেকেরও বেশি লোক জন প্রতি দৈনিক ১,৮০৫ কিলোক্যালোরির কম খাদ্য শক্তি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিকাল ব্যুরো, ডাক্লিওএফপি ও বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলায়, যথাক্রমে, শতকরা ৬৫ ও ৫৮ ভাগ লোক অতি গরীব। খুলনা জেলার কয়রা ও দাকোপ উপজেলায় এই হার যথাক্রমে ৩৫ ও ৬০।

যেসব পরিবার আগে থেকেই অতি গরীব ও যাদের খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি ছিল সেই সব পরিবারের উপর আইলার বিরুপ প্রভাব মারাত্মকভাবে পড়েছে। উপরন্তু, সিডর ২০০৭ সালের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিলো।

লবণ পানিতে ফসলের জমি ও মাছের যের ডুবে যাওয়ায় আইলা আক্রান্ত এলাকায় দু'টি প্রধান জীবিকা কৃষি ও মৎস্য খাতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ দণ্ডের প্রতিবেদন অনুসারে, আইলার পরে চারটি উপজেলায় সামান্য পরিমাণ জমিতে আবার চাষাবাদ শুরু করা সম্ভব হয়েছে; লবণ দূষণ ও বাঁধ ভাঙ্গার কারণে জোয়ারে তলিয়ে যায় বলে এলাকার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ জমিতে এখন আর কোন ফসল হচ্ছেনা।

এলাকার শতকরা ষাট ভাগ লোক চিংড়ি চাষের সাথে জড়িত ছিল; আইলার কারণে এই খাতে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। চিংড়ি সংগ্রহের সময়ে আইলা আঘাত হানে; ফলে শতকরা একশ ভাগ রফতানি যোগ্য চিংড়ি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। লবণ পানি চুকে স্বাদু পানির মাছের চাষও সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে বাজার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইলার কারণে স্থানীয় বাজার ব্যবস্থা অচল হয়ে যায় এবং জনগোষ্ঠীর জন্য বাজার থেকে খাবার কিনে আনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ভাঙ্গা বাঁধ ও রাস্তার কারণে লোকজনের পক্ষে বাজারে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। দূরবর্তী এলাকায় খাদ্যদ্রব্য পরিবহণের জন্য নৌকা ব্যবহার করা হতো। আইলায় অনেক নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এসব এলাকায় খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া, বেচাকেনা কমে যাওয়াতে খুচরা ব্যবসায়ীদের আয় কমে যায়; তার চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যপণ্য আমদানি করার সামর্থ্য হারায়। ফলে বাজারে খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য জরুরি পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। উপরন্তু, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলো ঋণ দেওয়া বন্ধ করে ও বকেয়া ঋণ ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

সামগ্রিকভাবে এলাকায় খাদ্যপণ্যের যথেষ্ট মজুত ছিল, কিন্তু আইলা আক্রান্ত এলাকায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া, সম্পদহানি ও আয়ের সুযোগ কমে যাওয়াতে লোকজনের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। চাষাবাদ ও চিংড়িঘের অচল হয়ে যাওয়ার জন্য দিনমজুরদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। আগে যেখানে মাসে ২০-২৫ দিন কাজ পাওয়া যেতো এখন সেখানে দিনমজুররা ৭ থেকে ১০ দিন কাজ পাচ্ছে।

(সাইক্লোন আইলার মাল্টিসেন্ট্র যৌথ এ্যাসেসমেন্ট, জুন ২০১০ এর অংশবিশেষ থেকে উদ্বৃত)

কেইস স্টাডিঃ দুর্যোগের ক্ষতি, চাহিদা ও সাড়া প্রদান

দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে জলাবন্ধতা

ক্ষতি, বিষ্ণ ও দুর্দশা

২০১১ সালের জুলাই মাসে অতিবর্ষণের কারণে দক্ষিণাঞ্চলের তিনটি জেলায় (খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর) জলাবন্ধতা দেখা দেয়। এতে প্রায় ২০০,০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট ভুক্তভোগীর সংখ্যা ছিলো ২১৩,৭১০ জন, শিশু সহ ৯৩৯,৫১৪ জন। প্রায় ৫০০,০০০ পরিবার বাস্তবারাহা হয়ে পড়ে; এবং এর মধ্যে ৫২,৬৫৭ জন স্কুল বা অনুরূপ কেন্দ্রে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নেয়।

এলাকার অধিকাংশ বাড়িগুলি ছিল মাটির তৈরী বা কাঁচা। এর প্রায় সবগুলোই ২-৩ ফুট পানির নিচে ডুবে যায়। সরকারি হিসাব মতে, ১২৭,০০০ ঘর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে আর আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৪৩,০০০ ঘর। সরকারি হিসাব মতে, ৭০,৩০৩ পরিবার বাস্তবচূর্ণ হয়েছে। এদের অনেকেই সত্ত্বে নিজের বাড়িতে ফিরতে পারবেনা। কারণ, পানি নেমে গেলেও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে তারা নতুন করে ঘর তৈরী করতে পারবেনা।

এই এলাকার প্রধান ফসল ছিল রোপা আমন (৬০%); এর পরেই বোরো ধান (৩৫%) ও আউশ ধান (৫%)। বর্ষণ জনিত জলাবন্ধতায় ফসলসহ ক্ষেতগুলো ৪ থেকে ৬ ফুট পানিতে তলিয়ে যায়। বসতভিটার সবজি ক্ষেতগুলোও পানিতে ডুবে যায়। পাশাপাশি সাতক্ষীরা জেলার সাতটি উপজেলা, যশোরের দু'টি উপজেলা ও খুলনার তিনটি উপজেলায় ৯,৭৫২,৬৩১ একর মাছের ঘের সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতির প্রভাব খুবই মারাত্মক। কারণ, এলাকার অধিকাংশ পরিবারই কৃষি বা মাছ চাষের উপর নির্ভর করতো। এখন রিক্ত চালানো ছাড়া আয়রোজগারের অন্য কোন পথ আর তাদের সামনে নেই।

বাস্তবচূর্ণ পরিবারগুলোর অনেকেরই জীবিকার কোন সুযোগ নেই। এরা এখন সহায়সম্বল বিক্রি করে নৈমিত্তিক চাহিদা মেটাচ্ছে। চাষাবাদের কাজ এখনও শুরু হয়নি। পানি নেমে যাওয়ার পরে ক্ষেতগুলো শুকিয়ে উঠলে আবার চাষাবাদ শুরু হতে পারে। তবে এর জন্য কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগবে।

ফসল নষ্ট হওয়া ও আয়রোজগার হারানোর জন্য ভুক্তভোগী পরিবারগুলো ঠিকমত খাবার পাচ্ছেন। দিনে ২-৩ বারের বদলে এখন তারা ১-২ বার খাচ্ছে। অনেক পরিবারেই শিশু আর বৃক্ষদের ২ বেলা খাবার নিশ্চিত করার জন্য বয়স্করা একবেলা করে খাচ্ছে। এছাড়াও, তারা প্রতি বেলায় কম পরিমাণে খাচ্ছে; আর তাদের খাবারের মানও খুব একটা ভালো নয়। আগে প্রতিদিন জনপ্রতি ৩০০-৪০০ গ্রাম চালের ভাত খেতো, এখন তারা ১০০ গ্রাম হিসাবে খাচ্ছে।

জলাবন্ধতার কারণে পানি ও স্যানিটেশনের সংকট দেখা দিয়েছে। এলাকার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ নলকূপ পানিতে ডুবে গেছে। নিরাপদ পানি পাওয়া যাচ্ছেন। যে পানি পাওয়া যাচ্ছে তা মোটেও নিরাপদ নয়। ফলে শিশু ও বয়স্করা অসুখে ভুগছে। উপরন্তু, অনেক দূর থেকে পানি টেনে আনতে হচ্ছে বলে নারীর কষ্ট বেড়ে গেছে।

এছাড়াও, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বিষ্ণ দেখা দিয়েছে। স্কুলগুলো পানিতে ডুবে গেছে। এর ভৌতিকাঠামো ও আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। ৯৮০ টা স্কুলগুলি ৩-৪ ফুট পানিতে ডুবে গেছে। ছেলেমেয়েরা বইখাতা ও পড়ার সরঞ্জাম হারিয়েছে। অনেক ছেলেমেয়েই লেখাপড়া বাদ দিয়েছে।

সাড়া প্রদান

সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সংস্থা মানবিক সহায়তা দেওয়া শুরু করেছে। সরকারের তরফ থেকে নগদ টাকা, খাদ্য সামগ্রী ও পোশাক বিতরণ করা হয়েছে। অনেক এনজিও খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। ইউনিসেফ ও ডাল্লিওএফপি খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা দিয়েছে। ডিএফআইডি'র কম্পোর্টিয়াম সদস্যরা- হেল্প এজ, ক্যাফোর্ড, ক্রিচিয়ান এইড, টিয়ার ফান্ড, সেইভ দি চিল্ড্রেন ও ইসলামিক রিলিফ ১০০০ পরিবারের মাঝে জরুরি খাদ্য, ওয়াশ, আশ্রয় সহায়তা দিয়েছে। ইকো'র সহযোগিতায় একশনএইড, ইসলামিক রিলিফ, কনসার্ন, অক্সফার্ম, সলিডারিটি ইন্টারন্যাশনাল, মুসলিম এইড, ক্রিচিয়ান এইড, ড্যানচার্চ এইড, এসিএফ ও সেইভ দি চিল্ড্রেন নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছে। ইউএসএআইডি সেইভ দি চিল্ড্রেন ও কেয়ারের মাধ্যমে ৩৮,০০০ পরিবারে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছে। অসএআইডি সুশীলনের মাধ্যমে ৩৫,০০০ পরিবারে সহায়তা প্রদান করেছে।

(সাতক্ষীরা জেলার জলাবন্ধতা- ক্ষতি, চাহিদা, ঘাটতি ও সাড়া প্রদান বিশ্লেষণ, নভেম্বর ২০১১, ইউএনডিপিং'র অংশ বিশ্লেষ থেকে উদ্ধৃত)

এস.ও.এস ফরম *

আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি প্রয়োজন

থানার নাম.....	:	
১। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন (সংখ্যা)	:	
২। ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা (আনুমানিক)	:	
৩। বিধবস্ত বাড়ি - (আনুমানিক সংখ্যা)	:	
৪। মৃত্যু (আনুমানিক সংখ্যা)	:	
৫। সন্দান ও উদ্ধার	:	প্রয়োজন আছে/নাই
৬। প্রাথমিক চিকিৎসা	:	প্রয়োজন আছে/নাই
৭। পানীয় জল	:	প্রয়োজন আছে/নাই
৮। তৈরী খাবার	:	প্রয়োজন আছে/নাই
৯। জামা কাপড়	:	প্রয়োজন আছে/নাই
১০। জরুরি আশ্রয়	:	প্রয়োজন আছে/নাই

* দুর্যোগ ঘটার এক ঘন্টার মধ্যে অথবা যথাসম্ভব শীঘ্র এই তথ্য প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসাবে টেলিফোনে বা বেতার মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করিবেন।

পরিণিষ্ট ৫

ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ ফরম ফরম “টি”

ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিস্তুরিত তথ্য সংহিত করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরম পূরণ করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে
দুর্বেগ ব্যবস্থাপনা ও আগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করবেন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উপজেলা র সংখ্যা	মোট ইউনিয়ন (সংখ্যা)	মোট এলাকা (বর্গ কিমি.)	চৰ এলাকা (যদি থাকে)	মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা) (বর্গ কিমি.)	মোট নির্বাচন পরিবার (খালি)	গৃহ নির্বাচন খরচ, টাকা/দর প্রতি	গৃহ নেওয়ামত খরচ, টাকা/দর প্রতি	অন্যান্য তথ্য (গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত মালামাল)	মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র (সরকারী ও গৱাঞ্জি)
উপজেলা র সংখ্যা	আক্রমণ ইউনিয়ন (সংখ্যা)	আক্রমণ এলাকা (বর্গ কিমি.)	আক্রমণ এলাকা (বর্গ থাকে)	মুক্তব সংখ্যা (সংখ্যা) (বর্গ কিমি.)	নিরঞ্জন আহতের লোকের সংখ্যা (সংখ্যা) (বর্গ কিমি.)	হাসপাতালে নিরঞ্জন ভর্তি সংখ্যা (সংখ্যা)	আক্রমণ পরিবারের সংখ্যা (সংখ্যা)	আক্রমণ পরিবারের সংখ্যা (সংখ্যা)	১. ক্ষতিহত কাছা সংখ্যা (যদি থাকে) ২. ক্ষতিহত পাকা সংখ্যা
উপজেলা র সংখ্যা	আক্রমণ ইউনিয়ন (সংখ্যা)	আক্রমণ এলাকা (বর্গ কিমি.)	আক্রমণ এলাকা (বর্গ থাকে)	মুক্তব সংখ্যা (সংখ্যা) (বর্গ কিমি.)	নিরঞ্জন আহতের লোকের সংখ্যা (সংখ্যা) (বর্গ কিমি.)	ভর্তি সংখ্যা (সংখ্যা)	ক্ষতিহত পুরুষ সংখ্যা (সংখ্যা)	ক্ষতিহত পুরুষ সংখ্যা (সংখ্যা)	ডুর্যোগকলে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্র সংখ্যা (যদি থাকে) জরুরি সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত স্থাপনা

১২	ভোজ ও জাগল (সংখ্যা)	পর্ক ও মিহি (সংখ্যা)	ইংস-মুবারির খামার (সংখ্যা)	মোট আবাদি জন/বীজতলা	অণ্যাণ খামার (হাতারী/মৎস/চিংড়ি ইত্যাদি)	মোট বিদ্যুৎ/পর্যবেক্ষণ/গ্যাস/পানি সরবরাহ লাইন এবং আন্ধারিক বঙ্গপাতি (সংখ্যা)	অগ্রণ্য অবকাঠামো টাঙ্গোর, হিমগুর, গুদাম, সরকারি ও বাড়ি মালিকানাধীন ফ্লাপনা)
১৩	যুত এবং ভুজে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল	যুত এবং ভুজে যাওয়া গরু ও মহিষ খামারসহ	যুত এবং ভুজে যাওয়া ইংস-মুবারি খামারসহ	সম্পূর্ণ ক্ষতিযোগী আংশিক ক্ষতিযোগী	মুক্তিগ্রন্ত অণ্যাণ খামার (হাতারী/মৎস/চিংড়ি ইত্যাদি)	বিদ্যুৎ/পর্যবেক্ষণ/গ্যাস/পানি সরবরাহ লাইন এবং আন্ধারিক বঙ্গপাতি (সংখ্যা)	মুক্তিযোগী অণ্যাণ অবকাঠামো
১৪	সংখ্যা	টাকা/প্রতি এককে	সংখ্যা	টাকা/প্রতি এককে)	হেঁকের টাকা/প্রতি (হেঁকে)	হেঁকের টাকা/প্রতি (হেঁকে)	সম্পূর্ণ (টাকা)
১৫	মোট মসজিদ/ছান্দির/গুঁড়ি/গ্যালেজা (সংখ্যা)	পাকা বাস্তা (কিমি)	অণ্যাণ বাস্তা (কিমি)	বাঁধ (কিমি) নদী, উপকূলীয়, হাতৰ	মোট বর্ণ/বনায়ন/নির্মাণ এলাকা (হেঁকে)	মোট শিক্ষা প্রতিশ্রীন (কলেজ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং অণ্যাণ কর্মসূচি বিদ্যালয়)	মোট টেলিযোগাযোগ মাধ্যম
১৬	ক্ষতিযোগী অসজিদ/ছান্দির	ক্ষতিযোগী পাকা বাস্তা (কিমি)	ক্ষতিযোগী অণ্যাণ বাস্তা (কিমি)	ক্ষতিযোগী বাঁধ (কিমি) নদী, উপকূলীয়, হাতৰ (কিমি)	ক্ষতিযোগী বর্ণ/ বনায়ন/নির্মাণ এলাকা (হেঁকে)	ক্ষতিযোগী শিক্ষা প্রতিশ্রীন (কলেজ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং অণ্যাণ কর্মসূচি বিদ্যালয়)	ক্ষতিযোগী ব্যবস্থা প্রতিশ্রীন (কলেজ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং অণ্যাণ কর্মসূচি বিদ্যালয়)
১৭	সম্পূর্ণ সংখ্যা	আংশিক টাকা/ প্রতি এককে)	সম্পূর্ণ সংখ্যা	আংশিক টাকা/ প্রতি কিমি)	কিমি টাকা/ প্রতি কিমি)	কিমি টাকা/ প্রতি কিমি)	সম্পূর্ণ সংখ্যা
১৮	১৩	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১৯	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২০	১৫	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২১	২২	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২২	২৩	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৩	২৪	১০	১০	১০	১০	১০	১০

- ❑ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, অক্সফার্ম-জিবি, অক্সফার্ম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, ডিসেম্বর ২০০৬
- ❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য, সৌহার্দ্য প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০১১
- ❑ ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল, এফএসইউপি প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০১০
- ❑ অংশগ্রহণযুক্ত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ- প্রশিক্ষণ সহায়িকা, একশন এইচডি বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৭
- ❑ দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যৱৰো, জানুয়ারী ২০১০
- ❑ দুর্যোগকোষ, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি), জুলাই ২০০৯
- ❑ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ- প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যৱৰো, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মে ২০১০
- ❑ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকিত্বাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবহারিক গাইড, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি), ২০১২
- ❑ Training Manual on Disaster Risk Reduction; Concern Universal, Bangladesh and Dhaka Ahsania Mission, February 2009
- ❑ Facilitators Guidebook: Practicing Gender And Social Inclusion in Disaster Risk Reduction; CDMP, Directorate of Relief and Rehabilitation, Dhaka, Bangladesh, 2009

